CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 12 March, 2021 ■ আগরতলা, ১২ মার্চ ২০২১ ইং ■ ২৭ ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ পৃষ্ঠা তিন

CMYK

শিব চতুর্দশীতে মেহার কালীবাড়িতে শিবের আরাধনায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি নিজস্ব।

শিব চতুর্দশী রাজ্যের কল্যাণে সুখ ও সমৃদ্ধি বয়ে আনবে এই প্রত্যাশা রাখি ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ।। শিব চতুর্দশী উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যবাসীর সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করেছেন। তিনি বলেন, আজ শিব চতুর্দশী। আমাদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র দিন। এই দিনে গ্রাম, পাহাড় ও শহরাঞ্চলের মা-বোনেরা শিবের আরাধনা করে পরিবারের মঙ্গল কামনা করেন।

এই পবিত্র দিন রাজ্যের কল্যাণে সুখ ও সমৃদ্ধি বয়ে আনবে এই প্রত্যাশা রাখি। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব আজ প্রগতি রোডস্থিত শ্রী শ্রী মেহার কালীবাড়িতে নবনির্মিত পাকা শিব মন্দিরের দ্বারোদঘাটন ও রুদ্রাভিষেক করে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী মন্দিরের দ্বারোদঘাটন করে ভগবান শিবের কাছে রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনা করেন।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব সাংবাদিকদের বলেন, ভগবান শিবের কাছে আমি প্রার্থনা করেছি সমস্ত ত্রিপুরাবাসীর কল্যাণ হোক, মঙ্গল হোক, ঘরে ঘরে সুখ সমৃদ্ধি ও ইতিবাচক মানসিকতা গড়ে উঠুক। তিনি বলেন, এক শক্তিশালী রাজ্য ও এক শক্তিশালী সমাজ তৈরী করার জন্য আমরা সবাই মিলে রাতদিন পরিশ্রম করছি। একে বাস্তবায়িত করতে সকলের সহযোগিতা কামনা করি।

মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন সমস্ত ত্রিপুরাবাসী এক সুন্দর জীবন নিয়ে এক সুন্দর ত্রিপুরা গড়ে তুলবেন।

সকালে অনুষ্ঠানে এসে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব প্রথমে মেহার কালীর চরণে পুজোদেন। এরপর তিনি নবনির্মিত মন্দিরের দ্বারোদঘাটন করেন। মুখ্যমন্ত্রী মন্দির প্রাঙ্গণে শ্বেত চন্দন বৃক্ষও রোপন করেন। অনুষ্ঠানে এলাকার বরিষ্ঠ নাগরিক মানিক দেববর্মা মুখ্যমন্ত্রীকে উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

ভক্তদের অনুদানে প্রায় ২০ লক্ষ টাকায় এই নতুন মন্দির গড়ে তোলা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বহু ভক্তছাড়াও টি আর টি সি-র চেয়ারম্যান দীপক মজমদার, মেহার কালীবাড়ি উন্নয়ন কমিটির কনভেনার মিহির সরকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বেপরোয়া বাইক দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যু, আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১১ মার্চ।। ঘটনার বিবরনে জানাযায় শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত বীরচন্দ্র নগর পদ্ম পাড়া সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কে বাইক দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলে প্রান হারালো এক যুবক। জানা যায় মনপাথর লাসি ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা মঙ্গল দেববর্মার ছেলে বিরাট দেববর্মা (২৪) ও বিশু দেববর্মার ছেলে রাজীব দেববর্মা (২২) টি আর ০৮সি ৮৭৬৫ নাম্বারের পালসার বাইকে করে বীরচন্দ্র নগর বাজার থেকে বাড়ীর উদ্দ্যেশ্যে আসছিলো।

এরই মধ্যে পদ্মপাড়া সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। বাইক জাতীয় সড়ক থেকে উল্টে গিয়ে পাশ্ববর্তী একটি রাবার বাগানে গিয়ে পড়ে। এতে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় বিরাট দেববর্মা। দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে দমকল বাহীনির ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাল্য বিবাহ রুখতে গিয়ে বাধার মুখে চাইল্ড লাইন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১১ মার্চ।। বিশালগড় থানাধীন মধ্য লক্ষ্মীবিল এলাকায় এক নাবালিকার বিয়ে রুখতে গিয়ে বাধার মুখে পড়েন চাইল্ড লাইনের প্রতিনিধিরা। ১৪ বছরের নাবালিকার বিয়ে হবার দিনক্ষন ঠিক করা হয়েছিলো। কিন্তু চাইল্ড লাইনের প্রতিনিধিরা খবর পেয়ে এলাকায় ওই নাবালিকার বাড়িতে গিয়ে অনেক বাধার মুখে পড়তে হয়। নাবালিকাকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহিলা থানায় নিয়ে আসে পুলিশ এবং চাইল্ড লাইনের প্রতিনিধিরা। পরিবারের লোকজন ও এলাকাবাসীরা প্রথমে চাইল্ড লাইনের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

২২ হাজার ছাড়াল দৈনিক সংক্রমণ, ভারতে করোনায় মৃত্যু বেড়ে ১,৫৮,১৮৯

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ (হি.স.): উদ্বেগ বাড়িয়ে ভারতে ফের বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুও বাড়ছে। বুধবার সারা দিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ২২ হাজার ৮৫৪ জন, এই সময়ে ভারতে মৃত্যু হয়েছে ১২৬ জনের। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৮, ১০০ জন করোনা-রোগী ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ফলে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,০৯,৩৮,১৪৬ জন করোনা-রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ২২,৮৫৪ জন। ফলে ভারতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১ কোটি ১২ লক্ষ ৮৫ হাজার ৫৬১-এ পৌঁছে গিয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৭,৭৮, ৪১৬।

শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১৮, ১০০ জন। ১২৬ বেড়ে ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৫৮,১৮৯ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৮৯ হাজার ২২৬ জন (১.৬৮ শতাংশ), বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে বেড়েছে ৪,৬২৮ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ২ কোটি ৫৬ লক্ষ ৮৫ হাজার ০১১ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ১৩,১৭,৩৫৭ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

বাড়তে বাড়তে ভারতে ২২.৪২-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। বৃহস্পতিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১০ মার্চ সারা দিনে ভারতে ৭,৭৮,৪১৬টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ২২,৪২,৫৮,২৯৩-এ পৌঁছে গিয়েছে।

ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ফের বাড়ল সক্রিয় রোগীর সংখ্যা। একধাক্কায় বিগত ২৪ ঘন্টায় বেড়েছে ৪,৬২৮ জন। দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যাও উর্ধমুখী, তবে সুস্থতা স্বস্তি দিচ্ছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১৮,১০০ জন। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১, ৫৮,১৮৯ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৪০ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ১২৬ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,০৯,৩৮,১৪৬ জন (৯৬.৯২ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে, ৪,৬২৮ জন বেড়ে এই মুহূর্তে ভারতে মোট ১,৮৯,২২৬ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন (১.৬৮ শতাংশ)।

রাজনগরে সিপিএমের গণঅবস্থানে হামলা পার্টি অফিসে আগুন, পুলিশ সহ আহত চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১১ মার্চ।। বিলোনিয়ার রাজনগরের হামলার ঘটনায় আহত ৪ বাম কর্মী সহ এক পুলিশ কর্মী। পুলিশ ও টিএসআর বাহিনীর সামনেই এই ঘটনা। পরে পুলিশ ও টিএসআর বাহিনীর তৎপরতায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও থমথমে পরিস্থিতি রাজনগর। একে অপরের উপর অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ।

তিনটি কৃষি আইন বাতিল, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ, রেগার মজুরি ৩৪০ টাকা দুইশ দিনের কাজ, বেকারদের কর্মসংস্থানের দাবি সহ আরো অন্যান্য দাবিতে রাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রে গন অবস্থানের ডাক দেয় সিপিআইএম। আরক্ষা দপ্তরের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে বৃহস্পতিবার সকাল দশটা নাগাদ সিপিআইএম রাজনগর অঞ্চল কমিটির কার্যালয়ের সামনে থেকে মিছিল সংগঠিত করে।

বিধায়ক সুধন দাস, পার্টির মহাকুমা কমিটির সম্পাদক তাপস দত্ত, পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য দীপঙ্কর সেনের নেতৃত্বে এই মিছিল বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করার পর রাজনগর নতুন মোটর স্ট্যান্ডে আয়োজিত গন অবস্থানে সামিল হয়। গনঅবসান প্রায় শেষ পর্যায়ে হঠাৎ শুরু হয়ে যায় হামলা। গনঅবস্থানে আসা উপস্থিত সিপিআইএম নেতা কর্মী সমর্থকদের লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয় ইট, পাটকেল সহ কাঁচের বোতল। এর ফলে আহত চার সিপিআইএম কর্মী সহ এক পুলিশ কর্মী। সিপিএম এর পক্ষ থেকে অভিযোগ তোলা হয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মনুষ্যত্বকে সহায়তা করতে চাই, গীতা এই শিক্ষাই দিয়েছে আমাদের ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ (হি.স.): নিরাময়ের পাশাপাশি মনুষ্যত্বকে সহায়তা করতে চাই, গীতা আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে স্বামী চিদ্ভাভানন্দার ভগবদ গীতার কিন্ডেল সংস্করণের সূচনা অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'সাম্প্রতিক অতীতে যখন সমগ্র বিশ্বের ওষুধের প্রয়োজন ছিল, ভারতের পক্ষে যতটা করা সম্ভব ছিল, ওষুধ প্রদানের জন্য ভারত তাই করেছে। ভারতে তৈরি হওয়া ভ্যাকসিন সমগ্র বিশ্বে ব্যবহার হচ্ছে, এজন্য দেশ ভীষণ খুশি। আমরা নিরাময়ের পাশাপাশি মনুষ্যত্বকে সহায়তা করতে চাই, গীতা আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'গীতা আমাদের ভাবতে শেখায়, গীতা আমাদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করে, গীতা আলোচনায় উৎসাহ দেয় এবং গীতা আমাদের মনকে উন্মুক্ত রাখে।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'আত্মনির্ভর ভারতের মূলে রয়েছে সম্পদ ও মূল্যবোধ তৈরি করা, শুধুমাত্র নিজেদের জন্য নয় বৃহত্তর মানবতার জন্য। আমরা মনে করি সমগ্র বিশ্বের জন্য আত্মনির্ভর ভারত মঙ্গলজনক।'

তেলিয়ামুড়ায় এক রাতে তিন দোকানে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১১ মার্চ।। তেলিয়ামুড়া বাজারে গতকাল রাতেও পরপর তিনটি দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে।পরপর চুরির ঘটনা বৃদ্ধি পেতে থাকায় ব্যবসায়ীরা নিরাপত্তা নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন।

তেলিয়ামুড়া থানার নাকের ডগায় একই রাতে তিনটি দোকানে চুরির ঘটনা ঘটলেও থানা বাবুদের কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙ্গেনি। ঘটনা বুধবার রাতের কোন এক সময় তেলিয়ামুড়া বাজারে।ঘটনার বিবরণে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া বাজারের ৩ ব্যবসায়ী বাবুল সাহা, সুজিত পাল, নন্দন কুমার পালের দোকানে বুধবার রাতে চোরের দল হানা দেয়। যদিও তেলিয়ামুড়া শহরে রাত্রিকালীন সময়ে পুলিশি প্রহরা থাকে।

ব্যবসায়ীরা বুধবার রাতে ব্যবসার কাজ গুটিয়ে নিজ নিজ বাড়িতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্য সরকারের সার্কুলার প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলনে নামছে বামপন্থী যুব সংগঠনগুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ।। রাজ্য সরকারের সার্কুলার প্রত্যাহার করার দাবিতে আন্দোলনে যাচ্ছে বাম যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই এবং টি ওয়াই এফ। রাজ্য সরকার ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি এক সার্কুলার জারি করে বেকার যুবক-যুবতী এবং রাজ্যবাসীর স্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়ার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে বলে গুরুতর অভিযোগ করেছে ডিওয়াইএফআইএবং টি ওয়াই এফ।

সংগঠনের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার ছাত্র- যুব ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানানো হয়। ডিওয়াইএফআই রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব অভিযোগ করেন রাজ্য সরকার গত ২৬ ফেব্রুয়ারি সার্কুলার জারি করে বেকারদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়ার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। এই সার্কুলারকে কাল সার্কুলার হিসেবে আখ্যায়িত করেছে সংগঠন।এই সার্কুলার জারি করে রাজ্য সরকার গ্রুপ ডি থেকে অফিসার পর্যন্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থার হাতে দায়িত্ব তুলে দিয়েছে। এ ধরনের সিদ্ধান্ত বেকার যুবক-যুবতীদের স্বার্থ পরিপন্থী বলে মনে করে যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই এবং পি ও আই এফ। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জলের দাবীতে পথ অবরোধ সাইকাবাড়িতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ।। জলের দাবিতে উপায়ন্তর না পেয়ে অবশেষে পথ অবরোধে বসলো দুর্গাচৌমুহনী ব্লকের অধীন শিব বাড়ি ভিসি'র আপার সাইকাবাড়ি এলাকার জনজাতিরা। ফলে কমলপুর-কুমারঘাট ভায়া দুর্গাচৌমুহনী সড়ক সকাল থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত অবরোধ চলে। দু'দিকে প্রচুর জানবাহন দাঁড়িয়ে যায়। তারা আপার সাইকার বাসিন্দা হলেও সাইকার বাজারে বসে। এদিকে খবর পেয়ে ডিডব্লিউএস দপ্তরের লোক ঘটনাস্থলে গিয়ে কথা বলে জনজাতিদের সাথে। তাঁদের সমস্যার সমাধান করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিলে অবরোধ প্রত্যাহার হয়। তবে এলাকাবাসীদের অভিযোগ, রাজনৈতিক নেতারা ভোট এলেই তাঁদের খবর নেয়। আর শুখা মরশুমে তাঁদের যে পান করার জল নেই সে ব্যাপারে কেউ খোঁজ রাখে না।

অবৈধ সম্পর্কের জেরে সন্তান প্রসব বিধবার চাঞ্চল্য বিশালগড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ।। অবৈধ সম্পর্কের জেরে সন্তানের জন্ম দিলেন এক বিধবা। ঘটনা বিশাল গড়ের হরিশপুর চা-বাগানে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। চাইল্ড লাইন শিশু ও তার মাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

আবারও এক চূড়ান্ত সামাজিক অবক্ষয়ের দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হল বিশালগড়ে। অবৈধ সম্পর্কের জেরে এক বিধবা মহিলার গর্ভে জন্ম হলো এক নবজাতক শিশু। হরিশপুর চা বাগানে এক বিধবা শিশু সন্তান ভূমিষ্ঠ করার খবর ছড়িয়ে পড়তেই গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। জানা যায় , বিধবা মহিলা শিশুটিকে ফেলে দেওয়ার পরিকল্পনা নিচ্ছিলেন। গোটা বিষয়ে খবর যায় চাইল্ড লাইনের কাছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে চাইল্ড লাইনের কর্মীরা মহিলার বাড়িতে যান এবং মহিলা ও শিশুটিকে উদ্ধার করতে সক্ষম হন। সঙ্গে সঙ্গেই শিশুটিকে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় বিশালগড় হাসপাতাল থেকে হাপানিয়া ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ টিচিং হাসপাতলে স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে নবজাতক শিশুর চিকিৎসা চলছে।

বিধবা মহিলার গর্বে শিশু জন্মের খবর চাউর হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকা জুড়ে। শিশুটি কার পাপের বোঝা তা খুঁজে বের করার জন্য এলাকাবাসী চাইল্ড লাইন ও পুলিশের কাছে দাবি জানিয়েছেন।

৩৯ তম আগরতলা বইমেলা সমাপ্ত

মানুষ এখনও মুদ্রিত বই পড়তে ভালবাসেন, জানালেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ।। বহু সন্ন্যাসী, দার্শনিক এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্মভূমি এই ভারত। আধুনিক মুদ্রণ প্রযুক্তি না আসার অনেক আগে থেকেই বিভিন্নভাবে জ্ঞানের আদানপ্রদান হতো। আজকাল অনেক ক্ষেত্রে বিতর্ক হয় যে বৈদ্যতিন ও সামাজিক মাধ্যমের কারণে প্রিন্ট মিডিয়া ও বই হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মানুষ এখনও মুদ্রিত বই পড়তে ভালবাসেন ও নিজের সংগ্রহে রাখতে পছন্দ করেন।

হাঁপানিয়াস্থিত আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে আয়োজিত ৩৯ তম আগরতলা বইমেলার সমাপ্তি দিনে আজ সন্ধ্যায় প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন রাজ্যাপাল রমেশ বৈস। তিনি বলেন, ১৯৮১ সাল থেকে আগরতলায় প্রতিবছর লাগাতর বইমেলার আয়োজন করা হচ্ছে। বর্তমানে যার পরিধি অনেক বিস্তার লাভ করেছে। আগরতলা বইমেলা স্থানীয় লেখক ও প্রকাশকদের উৎসাহিত করছে। সম্মানিত অতিথির ভাষণে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা কোভিড পরিস্থিতিতে বইমেলা আয়োজনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সকলের সহযোগিতায় আগামী বছরও আগরতলা বইমেলা আরও সুন্দরভাবে আয়োজন করা সম্ভব হবে।

উল্লেখ্য, গত ২৬ ফেবয়ারি থেকে শুরু হয়েছিল ১৪ দিনব্যাপী এই বইমেলা। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মিমি মজমদার, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা দেব সরকার, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের বিশেষ সচিব অভিষেক চন্দ্রা, ত্রিপুরা পাবলিশার্স গিল্ডের সম্পাদক শুভবত দেব, দি অল ত্রিপুরা বুক সেলার্স এণ্ড পাবলিশার্স এসোসিয়েশনের সম্পাদক উত্তম চক্রবর্তী এবং পাবলিশার্স এণ্ড বুক সেলার্স এসোসিয়েশনের সম্পাদক রাখাল মজমদার। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা স্টেট এডুকেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ড. অরুনোদয় সাহা। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্য অতিথিগণও বক্তব্য রাখেন। এদিকে, ৩৯ তম আগরতলা বইমেলা উপললক্ষ্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৭ ◻ সংখ্যা ১৫১ ◻১২ মার্চ ২০২১ ইং ◻২৭ ফাল্গুন ◻ শুক্রবার ◻১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সেবার বদলে সেবা

কল্পনা করা যাক এমন এক পৃথিবীর কথা, যেখানে আলাদা আলাদা দেশ নাই! নাই কোনও ধর্মও! নীলগ্রহের সব মানুষ একসঙ্গে ভালবেসে মিলিয়া মিশিয়া বাস করে নীল আকাশের নিচে। ভূগোলের সীমা সেখানে কোনও বিভেদ তৈরি করে না। ধর্ম গড়িয়া তোলে না কোনও পাঁচিল। জন লেনন তাঁহার "ইমাজিন" গানে এমনই এক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। গানের শেষে কিংবদন্তি শিল্পী জানাইয়া দিয়াছিলেন, আমাকে আপনারা স্বপ্নচারী বলিতে পারেন। কিন্তু আমি একা নই। একদিন সকলে ঠিক যোগ দিবেন আমার সঙ্গে। গড়ীয়া তুলিবেন এক অনন্য পৃথিবী।

কিন্তু এ তো কেবলই স্বপ্নের কথা। বাস্তব নয়। অথচ বাস্তবের ধুলোমাটির দুনিয়াতেই রহিয়াছে এমন এক শহর, যেখানে ধর্মের বিভিন্নতা নাই। কার্যত টাকার লেনদেনও নাই। নাই কোনও রাজনৈতিক আবহও। শুনীতে অবিশ্বাস্য মনে হইলেও সত্যিই রহিয়াছে এমন এক শহর। আর সেটা রহিয়াছে আমাদের এই ভারতেই!

এই ছোট্ট শহরের নাম অরোভিল। তামিলনাড়ুর ভিলুপ্পুরম জেলার মধ্যে অবস্থিত হইলেও এর কিছুটা অংশ আবার রহিয়াছে কেন্দ্রশাসিত পুদুচেরির ভিতরে। অরোভিলের পত্তন হইয়াছিল গত শতকের ছয়ের দশকে। নেহাতই কাকতালীয়, লেননের "ইমাজিন"ও ওই সময়ের আগে-পরেই রচিত। "বিটলস"-এর গায়ক কি জানিতে পারিয়াছিলেন গোটা পৃথিবী না হোক, অন্তত এই গ্রহের এক টুকরো অংশে কিছু মানুষ একত্রিত হইয়াছেন যাঁহারাও তাহারই মতো "ড্রিমার"। স্বপ্নচারী।

১৯২৬ সালে পণ্ডিচেরিতে (আজকের পুদুচেরি) স্থাপিত হইয়াছিল "শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম"। তবে রাজনৈতিক নেতা থেকে আধ্যাত্মসাধনা এবং দর্শনের পথে অগ্রসর হইয়া চলা অরবিন্দ বেশিদিন আশ্রমের সঙ্গে জড়াইয়া থাকেননি। শিষ্যা মীরা আলফাসা, যিনি পরবর্তী সময়ে "মাদার" নামেই প্রসিদ্ধ হন, তাঁহাকে সব দায়িত্ব দিয়া তিনি অন্তরালে চলিয়া গিয়াছিলেন। সেই থেকে অরবিন্দের স্বপ্নকে সত্যি করিবার দায়ভার গিয়া পড়ে "মাদারের"ই উপরে। তাঁহার মনে হইয়াছিল অরবিন্দের নির্দেশিত পথে চলিতে গেলে এমন জনপদ প্রয়োজন, যেখানে সমমনস্ক মানুষরা একত্রিত হইতে পারিবেন। এই চিন্তা থেকেই জন্ম নেয় অরোভিল। ব্রিটিশ স্থপতি রজার অ্যাঙ্গারের পরিকল্পনায় ১৯৬৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি সালে পত্তন হয় শহরের। দেখিত দেখিতে পার হইয়া গিয়াছে পাঁচ দশক। এই মুহূর্তে অরোভিলের জনসংখ্যা ২ হাজার ৮১৪। ৫০টির বেশি দেশের বিভিন্ন বয়স, বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণির মানুষেরা সেখানে একসঙ্গে বাস করেন।

অরোভিল ধর্মীয় বিশ্বাসের ঊর্ধ্বে সত্যের সেবায় বিশ্বাস করে। শহরের একেবারে কেন্দ্রে রহিয়াছে এক মন্দির, যাহার নাম "মাতৃমন্দির"। সব মানুষই এখানে একত্রিত হইয়া ধ্যানে অংশ নেন। আলাদা করিয়া কোনও নির্দিষ্ট ধর্মীয় আচরণের কোনও চিহ্ন এখানে নাই। একই ভাবে, এখানে নাই কোনও রাজনৈতিক কাঠামোও। কোনও রাজনৈতিক দল এখানকার প্রশাসন চালায় না। শহরের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক বাসিন্দারা প্রশাসনের অংশ। তাঁহারাই একত্রিত হইয়া সমস্ত সিদ্ধান্ত নেন। এই বছরই পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি তামিলনাড়ু ও পুদুচেরিতেও নির্বাচন। অথচ দুই রাজ্যকে ছুঁইয়া থাকা অরোভিল এক অন্য জগতের শহর যেন!এখানকার অর্থনীতিও বিস্ময়কর। "সেবার বদলে সেবা" নীতি অনুসরণ করিয়াএখানকার নগদবিহীন অর্থনীতি। সেই কোন প্রাগৈতিহাসিক আমলে আদিম মানুষরা যখন একটু একটু করিয়ি গড়িয়া তুলিয়াছেন সভ্যতা ও সমাজ, তখন প্রচলিত ছিল বিনিময় প্রথা। সেই প্রথারই এক আধুনিক রূপ গড়িয়া তুলিয়াছে

অরোভিল। প্রত্যেক বাসিন্দার একটি করিয়া অ্যাকাউন্ট নম্বর রহিয়াছে। যেটি আবার শহরের কেন্দ্রীয় অ্যাকাউন্টের সঙ্গে যুক্ত। প্রতি মাসেই অনুদান দিতে হয় বাসিন্দাদের। তবে কেবল অর্থ নয়, শ্রমের বিনিময়ও অনুদান হিসেবে গণ্য হয়।

আসলে শুরুতেই "মাদার"জানাইয়া দিয়াছিলেন, এখানে অর্থের কোনও বিনিময় হবে না। কেবল মাত্র বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে টাকা ব্যবহৃত হইবে। তাঁহার স্বপ্ন ছিল, অর্থ এখানকার "সার্বভৌম ঈশ্বর" হইয়া উঠিবে না। বস্তুগত সম্পদ আর সামাজিক অবস্থানের চোখরাঙানি বন্ধ করাই তাঁহার প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল। তবে বাইরে থেকে এখানে আসিলে অতিথিদের একটি অরোকার্ড দেওয়া হয়। যা কার্যত এখানকার ডেবিট কার্ডের সমতুল।

প্রথম দিকে শহরের সব নিয়ন্ত্রণ ছিল "শ্রী অরবিন্দ সোসাইটি"র হাতে। কিন্তু ১৯৮০ সাল থেকে শহরটির প্রশাসন ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে দেশের সরকার "অরোভিল ফাউন্ডেশন"-এর ম্যানেজের দায়িত্বে থাকিলেও গোটা বাজেটের অল্প পরিমাণই সরকার দেয়। অরোভিলের বাণিজ্যিক ইউনিটগুলি থেকেই আসে বাজেটের মূল অর্থ। মুনাফার ৩৩ শতাংশ অরোভিলের কেন্দ্রীয় তহবিলে অনুদান হিসেবে জমা পড়ে। শহর জুড়ে রহিয়াছে ৪০ রকমের শিল্পের সংস্থান। পুদুচেরি-সহ দেশের বিভিন্ন অংশ, এমনকী বিদেশেও বিক্রি হয় এখানে তৈরি নানা পণ্য। রহিয়াছে রেস্তরাঁ, অতিথি নিবাস। এমনকী নিজস্ব ই-মেল নেটওয়ার্কও।

এইভাবেই গত কয়েক দশক ধরিয়া ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়াছে এখানকার জনসংখ্যা। গোটা পৃথিবীকেই যেন এক যৌথ খামারের স্বপ্ন দেখায় অরোভিল। লেননের গান ছুঁয়ে স্বপ্নচারীদের দেখা মিলে যে শহরে।

শুক্রবার রাজ্যজুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদ কর্মসূচি

কলকাতা, ১১ মার্চ (হি. স.) : নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর পরিকল্পিত হামলার অভিযোগ তুলে তৃণমূল কংগ্রেসের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানিয়ে দেন, এই ঘটনার প্রতিবাদে পথে নামছে তৃণমূল কংগ্রেস। নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষ ভূমিকার দাবিতে শুক্রবার বিকেল ৩টে থেকে ৫টা পর্যন্ত গোটা রাজ্যে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করবে তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যের প্রতিটি জেলা এবং ব্লকে কালো পতাকা নিয়ে মৌন মিছিল করবেন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা। একইসঙ্গে এই ঘটনায় শুক্রবার দিল্লিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানাবে তৃণমূল কংগ্রেস। সৌগত রায়, ডেরেক ও'ব্রায়েন, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, শান্তনু সেন, প্রতিমা মণ্ডল, শতাব্দী রায়রা জাতীয় নির্বাচন কমিশনে লিখিত প্রতিবাদ জানাবেন বলে এদিন জানিয়েছেন পার্থবাবু। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে পার্থ চট্টোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, 'এই ঘটনার দায় পুলিশের থেকেও বেশি করে নির্বাচন কমিশনের। কেন মুখ্যমন্ত্রীকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দেওয়া গেল না? তাই নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষ ভূমিকা এবং নেত্রীর উপরে হামলার প্রতিবাদে শুক্রবার কালো পতাকা নিয়ে মৌন মিছিল করা হবে। রাজ্যের সর্বত্র এই কর্মসূচি পালন করা হবে।' হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

সস্ত্রীক করোনার টিকা নিলেন রাজ্যপাল, চিকিৎসক-নার্সদের জানালেন ধন্যবাদ

কলকাতা, ১১ মার্চ (হি.স.): সস্ত্রীক করোনাভাইরাসের টিকা নিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। বৃহস্পতিবার বেলা ১১.৩০ মিনিট নাগাদ কলকাতার কমান্ড হাসপাতালে করোনাভাইরাসের প্রথম দফার ডোজ নিয়েছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর এবং তাঁর স্ত্রী সুদেশ ধনকর। টিকা নেওয়ার পর টুইট করে রাজ্যপাল জানিয়েছেন, 'খুব ভালো লাগছে।' পাশাপাশি চিকিৎসক, নার্স-সহ সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন রাজ্যপাল। এদিন বেলার দিকে কমান্ড হাসপাতালে পৌঁছে যান রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর এবং তাঁর স্ত্রী সুদেশ ধনকর। বেলা ১১.৩০ মিনিট নাগাদ রাজ্যপাল ও তাঁর স্ত্রী করোনা-টিকার প্রথম দফার ডোজ নিয়েছেন। পরে টিকা নেওয়ার ভিডিও টুইটারে আপলোড করে রাজ্যপাল জানিয়েছেন, 'খুব ভালো লাগছে।' রাজ্যপাল কমান্ড হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্য কর্মী-সহ অন্যান্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।'

নিজের পূর্ণতায় জেগে উঠুক নারী

নরেন্দ্রনাথ কুলে

আন্তর্জাতিক নারী দিবস মার্চের আট তারিখ। যদিও ১৯৭৫ সালে এই দিনটিকে ইউএনও আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে ঘোষণা করার পর শ্রমিক নারীদের পুরুষের সমান অধিকার পাওয়ার লড়াইয়ে স্মরণে এই দিনটি পালিত হত। কিন্তু এখন এ দিনটি জনসচেতনতা দিবস ও কন্যা দিবস হিসেবেও পালিত হয়। সমাজে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার অঙ্গীকারের এক দিন। নারী বা কন্যার প্রতি বৈষম্য দূর করার জন্য জনসচেতনতা গড়ে তোলার অঙ্গীকার। আজকের সময় আধুনিকোত্তর যুগ। এই যুগে এখনও স্বীকার করে নিতে হয়, নারীর অধিকার পুরুষের সমান হয়। অনেকেই বলবেন এখন নারীর সমান অধিকার সব জায়গায় আছে। কিন্তু এ কথাটা সত্য নয়। ২০১৯ সালে মহামান্য উচ্চ আদালতের এক মামলায় রায় তা কিন্তু বলেনি। মিলিটারিতে এই দেশে মেয়েদের মুখ্যপদে পদোন্নতি হওয়ার নিয়ম ছিল না। মহামান্য আদালত সেই নিয়মের বিপক্ষে নারীদের পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। এই লড়াই কিন্তু নারীকেই লড়তে হয়েছে। বৈষম্য কি শুধু শ্রমিক নারীদের? না। সমাজের পরতে পরতে এমনভাবে জড়িয়ে আছে এই বৈষম্য, খালি চোখে সবার কাছে ধরা পড়ে না। তার কারণ যতই বলি না কেন এটা উত্তর-আধুনিক যুগ, এ যুগের সমাজ পুরুষতান্ত্রিক ছায়া থেকে এখনো যুক্ত হতে পারেনি। তাই চোখ তা দেখায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে। অথচ কাজী নজরুল কবেই বলেছেন, "বিশ্বে যা কিছু সৃষ্টি চির কল্যাণকর/অর্ধেক তার দিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর। নজরুলের এ কথার মর্যাদা কতটা দিয়েছি। যে মর্যাদা আসলে নারীকে মানুষ হিসাবে মর্যাদা দেয়। কিন্তু আমরা কি তা দিতে পেরেছি। নাকি শরৎচন্দ্রের দুঃখকে আমরা এখনো বয়ে নিয়ে চলেছি। শরৎন্দর দুঃখ করে যে কথাটি বলেছেন "মেয়েমানুষকে আমরা চিরকাল মেয়ে মানুষ করে রেখেছি। মানুষ করতে পারিনি। সমাজ মানে পুরুষ ও নারী। মানুষ হিসেবে তাদের সমতা না থাকলে ক্ষতি দুজনেরই হয়। এ ব্যাপারে শরৎচন্দ্র নারীর মূল্য; প্রবন্ধে একজায়গায় বলেছেন, "সমাজে নারীর স্থান নামিয়া আসিলে নর-নারী উভয়েরই অনিষ্ট ঘটে, সে সম্বন্ধে বোধকরি মতভেদ থাকিতে পারে না এবং এই অনিষ্টের অনুসরণ করিলেই যে নারীর স্থান নির্দিষ্ট হইতে পারে, তাহাও বুঝিতে পারা কঠিন ব্যাপার নয়। সমাজ মানে নর-নারী। শুধু নরও নয়, শুধু নারীও নয়া" নারীকে মানুষ করার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আজীবন কর্ম ও শরৎচন্দ্রের এই উপলব্ধি আমরা আজও বুঝতে পেরেছি কিনা, তার উত্তর আজকের সময় কি তা দিয়ে চলেছে। নারী নির্যাতনের পরিসংখ্যান থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। স্টটিস্টা রিসার্চ ডিপার্টমেন্টের ২০১৯-এর পরিসংখ্যান বলছে, নারীদের কাছেভারত হল বিপজ্জনক দেশ। এই পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে নারীর প্রতি নির্যাতনে (যৌন, নারী পাচার, ধর্ম ও সংস্কৃতিগত) ভারত এক নম্বরে। সাম্প্রতিককালে যৌন নির্যাতন কি ভয়াবহ হতে পারে তা আমাদের উন্নত আধুনিক সমাজের মাথা না হেট হয়ে থাকতে পারে না। নির্ভয়া, শুটিয়া, উন্নাও, হায়নরাবাদ ও হাথরাস কাণ্ড তার মনে। নারীর ওপরে সংঘটিত অপরাধ প্রতি বছরে ক্রমশ বাড়ছে। আমাদের দেশে সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশ নারীর ওপর এই অপরাধে সবার শীর্ষে। আর একদিকে "বাংলার মেয়ে" বলে যে প্রচার চলছে সেই মেয়ের শাসনেই নারী পাচারে বাংলা এখন শীর্ষে।

২০১৮ সালের এক তথ্য বলছে প্রায় এক লাখ ছাপান্ন হাজারের বেশি ধর্ষণের মামলা চলছে যার ৮৯ শতাংশ এর বিচার শুরু হয়নি, আর ১১ শতাংশ যে ফয়সারা হয়েছে তাতে শাস্তি হয়েছে মাত্র ২৭ শতাংশ। এ পরিসংখ্যান থেকে বলা যায় নারীর মর্যাদা নিয়ে আমাদের মর্যাদাবোধ কতটা আছে। এই সমস্ত পরিসংখ্যানে নথিভুক্ত না হওয়া অনেক ঘটনা আছে যা কোথাও পুরুষতান্ত্রিকতা, কোথাও নোংরা রাজনীতির ছায়ায় চাপা পড়ে গেছে।

এছাড়া বৈষম্যের শিকারে অপুষ্টির প্রতিফলন নারীর ওপর পড়ে সবথেকে বেশি। এখনো নারীর এক-তৃতীয়াংশ অপুষ্টিতে ভুগছে। তার ফলভোগ করছে সমাজের শিশুরা। এভাবে অপুষ্টির স্রোত বইছে পুরুষানুক্রমে। রুগ্ণ হচ্ছে সমাজ। নারী দিবস উপলক্ষে জনসচেতনতা কথাটি উচ্চারিত হলেও এই চিত্র থেকে পরিষ্কারভাবে বলা যায় তা হয়নি। সচেতনাতা আসে শিক্ষা থেকে। সেই শিক্ষার প্রসার আমরা কি আদৌ করতে পেরেছি। পরিসংখ্যান বলছে সারা পৃথিবীতে নারী শিক্ষার হার যেখানে ৮২ শতাংশ সেখানে ভারতে ৬০ শতাংশ-এর মতো। শিক্ষার এই পরিসংখ্যানে আপনার আমার সন্তুষ্টি না থাকতে পারে, কিন্তু আরএসএস প্রধানের কাছে এই সংখ্যা বেশি। তাঁর মতে বৈবাহিক ডিভোর্সের সংখ্যা বাড়ার একটি প্রধান কারণ নাকি নারী শিক্ষার হার বেশি। তাঁর মতে, নারীর শিক্ষা আর আর্থিক স্বচ্ছলতা নাকি নারীকে স্বেচ্ছাচারিতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, সম্প্রতি বাংলার ভোটের প্রাক্কালে বি জে পি'র নেতা মন্ত্রী কথায় উঠে এসেছে যে ঘরের মেয়েরা হল পরের সম্পত্তি। অর্থাৎ এঁদের কাছে নারী সম্পদ ছাড়া আর কিছু নয়। যাঁদের চিন্তাধারার এই রূপ তাঁদের কাছে নারী প্রগতি বলতে কি বোঝায় তা আর আলাদা করে না বললেও চলে। এই মানুষদের কাছেও তাঁদের সংগঠনের কাছে রামমোহন বিদ্যাসাগরের পরিচয় যে থাকবে না তা আজকে যে কোনো সমাজমনস্ক মানুষদের কাছে পরিষ্কার। দেশের বর্তমান সরকারের হৃদয়ে যে এই আরএসএস-র চিন্তাভাবনায় পুষ্ট তা সরকারের শিক্ষামীতিই বলে। গোটা সিক্ষানীতি জুড়ে প্রাচীন যুগের শিক্ষাব্যবস্থার গৌরবগাথা তুলে ধরার মাধ্যমে ইতিহাসের পরবর্তী যুগের অবদানকে অস্বীকার করার পরোক্ষ চেষ্টা চলছে। সেই চেষ্টা যে সার্থকরূপে প্রতিফলিত হবে তা শাসকশ্রেণির মাথাদের নানা মন্তব্যে আরো পরিষ্কার হয়ে যায়। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, মহাভারতের যুগে নিশ্চয়ই ইন্টারনেট ছিল, নয়তো ধৃতরাষ্ট্র কুরুক্ষেত্রের যুগের লাইভ-স্ট্রিমিং পেলেন কীভাবে? আবার কেউ বলেছেন আইনস্টাইন কী এমন কথা বলেছেন যার থেকে ভালো তত্ত্ব বেদেই আছে। ২০০৯ সালে বিজ্ঞান কংগ্রেস এক পণ্ডিত বলেন, বেদের যুগে উড়োজাহাজও ছিল। শিক্ষামন্ত্রীর মতো মানুষ ও বলেছেন, বিজ্ঞানের থেকে জ্যোতিষ ভালো। এমনকী প্রধামন্ত্রীও বলেছেন, প্রাচীনকালে প্লাস্টিক সার্জারি নিশ্চয়ই ছিল, সেজন্য গণেশের মাথায় হাতির মাথা প্রতিস্থাপন হয়েছিল। এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে শিক্ষানীতির দৃষ্টিভঙ্গি কী হতে পারে? আর এই শিক্ষানীতিতে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মতো মানুষের নাম যসত্নে বাদ যাবে এটাই স্বাভাবিক। বর্তমান শিক্ষানীতি অনুযায়ী শিক্ষার পীঠস্থানে শিক্ষিত সমাজ যেকানে আজও কুসংস্কার-গোঁড়ামিমুক্ত হতে পারেনি, যেখানে নারীর মর্যাদা সত্য কি পাওয়া সম্ভব? গুজরাতের এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হস্টেলে ঋতুকালীন ছাত্রীদের থাকতে দেওয়া হয় না। ছাত্রীদের এ অবস্তায় কলেজের বেসমেন্টে থাকতে হয় এমনকী ক্যান্টিনেরও ঢুকতে দেওয়া হয় না নিয়মভঙ্গ কেউ করলে তা দেখার জন্য তাদের অন্তর্বাস খুলে পরীক্ষা করতেও পিছপা হয় না কর্তপক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যখন এই অবস্থঅ, যখন ধর্মীয় স্থানে ঋতুমতী নারী যে অশুচি হবে তাতে আর অবাক হওয়ার কিছু থাকে না। তাই শবরীমালা মন্দিরে ঋুতমতী নারীর প্রবেশাধিকারের জন্য সেই নারীকেই লড়তে হয়েছে। নারীর সমস্যা নারীকে যখন মেটাতে হবে তখন অন্যদিকে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা এমন উদারতা দেখায় যেন নারীর সব সমস্যার সমাধান পুরুষের হাতে। অথচ এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ পিতৃত্বের কোনটি যে গৌরব তা ভুলে যায় সেই গৌরবের কথা শরৎচন্দ্র বলেছেন, মেয়েকে যে মানুষ বলে নেয়া না, সেই কেবল এর দুঃখ বইতে পারে, অপরে পারে না। আর কেবল নেওয়াই নয়, মেয়েমানুষকে মানুষ করার ভারও তার উপরে এবং এইখানেই পিতৃত্বের সত্যকার গৌরব। পিতৃত্বের সেই গৌরবের একমাত্র অধিকারী বিদ্যাসাগর। আমরা এই সময়ে দাঁড়িয়ে সেই গৌরবকে কতটা গৌরবান্বিত করেছে। অথচ পুরুষের সঙ্গে একসঙ্গে এই সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে একদিন এগিয়ে এসেছিলেন সিস্টার নিবেদিতা। বেগম রোকেয়া নারী শিক্ষাপ্রসারে নিলেন অগ্রগণ্য ভূমিকা। যাঁর গৌবরে আমরা গৌরবান্বিত। স্বাধীনতার ইতিহাসে প্রীতলিতা, মাতঙ্গিনী হাজরার সাহস আমাদের শিরদাঁড়ায় আজও শিহরণ জাগায়। নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজের ঝাঁসি বাহিনীর আত্মত্যাগ, পরবর্তীকালে তেভাগা আন্দোলনে নারীদের বীরত্ব আমাদের এই সমাজকে, এই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে।

আর আজকে পৃথিবীর পরিবেশ যে বিপদশঙ্কুল অবস্থার দিকে এগিয়ে চলেছে, তা নিয়ে আমাদের সকলের চেতনায় আঘাত করে চলেছে এক ছোট্ট মেয়ে গ্রেটা থুনবার্গ। সারা পৃথিবীকে জাগিয়ে তুলেছে সে। এ তো আপন আত্মার বিস্তার। এক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রে একটি কথা বলতে হয়, মেয়েদের মুক্তি মেয়েদের স্বাধীনতা তো আজকাল নরনারীর মুখে মুখে কিন্তু ওই মুখের বেশি আর এক-পা এগোয় না। স্বাধীনতা তত্ত্ব বিচারে মেলে না ন্যায় ধর্মের দোহাই পেড়ে মেলে না এ কেউ কাউকে দিতে পারে না দেনা পাওনার বস্তুই এ নয়। এ নিজের পূর্ণতায় আত্মার আপন বিস্তারে আপনি আসে। বাইরে থেকে ডিমের খোলা ঠুকরে ভিতরের জীবকে মুক্তি দিলে সে মুক্তি পায় না... মরে'। শরৎচন্দ্রের এই কথা নিয়েই আন্তর্জাতিক নারী দিবসে নীরী জেগে উঠুক নিজের পূর্ণতায়, আত্মার আপন বিস্তারে, সেই চেষ্টাই হোক সবার অঙ্গীকার।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ঘুড়ে দাঁড়ানোর সুবর্ণ জয়ন্তী

বোরিয়া মজুমদার

ডিসেম্বর, ২০০। ভারত -অস্ট্রেলিয়া সিরিজের প্রথম টেস্ট। ভারতের অসহনীয় পরাজয়। একঘমটার মধ্যে মাত্র ৩৬ রানে অল-আউট। সেই ম্যাচ শেষেরদিন মাঝরাতে ভারতীয় দলের একটা মিটিং হয়েছিল। সামনে আরও তিনটে টেস্ট। তার মধ্যে বিরাট কোহলি ছুটি নেওয়ায় অধিনায়কের দায়িত্ব বর্তাল অজিঙ্কে রাহানের উপর। একেবারে ঘনঘোর চ্যালেঞ্জিং সময় যাকে বলে। কিন্তু কী আলোচনা হয়েছিল সেদিন মিটিয়ে? রাহান জানালেন আমরা পণ করে নিয়েছিলাম, ওই কুৎসিততম একঘণ্টা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতেই হবে, এবং আমরা পারবই। আর তা নিয়ে টেবিল ঘিরে একটার পর একটা পরিকল্পনার ঢড় উঠছিল। ঠিক এমন সময়ই রবিভাই (রবি শাস্ত্রী) বলে উঠলেন—'দ্যাখো, এই ৩৬ রানটাকে আমরা একটা পদক হিসাবে লজ্জার হবে না কি সম্মানের ---সেটা বাকি টেস্টগুলোয় আমরাই ঠিক করব। কিছুক্ষণ থেমে রাহানে আবার বললেন, আর এরপর আমরা যে খেলাট খেললাম সিরিজের শেষ অবধি, আমি নিশ্চিন্তে বলতে পারি, ওই ৩৬ অলআউট ছিল আমাদের কাছে একটা ঘুরে দাঁড়ানোর শুরুয়াত।

বাকি তিনটে টেস্ট ভারতের অসামান্য পারফরম্যান্স মখ থুবড়ে পড়া থেকে ক্রমশ উঠে আসা এবং ২-১ সিরিজ জয়। রাহানের এই কথাগুলো শুনে ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে অনুরূপ আরেক সিরিজও মিটিংয়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। ১৯৭১-এ ভারতের ক্যারিবিয়ান টুর। আর ক্যাপ্টেন অজিত ও য়াদকরের ঘরে সেই ঐতিহাসিক মিটিং। সেই মিটিং, যেখানে টগবগাতে থাকা সেলিম দুরানি রীতিমতো কসম খেয়ে ঘোষণা করেছিলেন, পরের দিন স্যর গাণফিল্ড সোবার্স এবং স্যর ক্লাইভ লয়েডকে আউট তিনিই করবেন। এবং তিনি তা করেও দেখিয়েছিলেন। সহেগ, ত্রিনিদাদে ভারত ঐতিহাসিক জয় সুনিশ্চিত করেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে। এই আউট দুটো, সেই সময়ে অত্যন্ত জরুরি ছিল এবং দুরানি পরে চিরকাল এই 'ব্যাজ অফ অনার' বুকে নিয়ে বেরিয়েছিলেন। সেদিন থেকে বলতে গেলে, বিদেশের মাটিতে ভারতের জয়ের সূচনা ঘটেছিল মার্চের ১৯৭১-এ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সেই জয়ের মধ্য দিয়েই। যা এক নয়া মোড় নিয়েছিল '৭২-এ ইংল্যান্ডের মাটিতে ওভালে, সিরিজ জয়ের মাধ্যমে। আর সেই জয়ের ধারা যেন পূর্ণবৃত্ত সম্পন্ন করল এ বছর জানুয়ারিতে। বিসবেনে, গাব্বায়, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজ জয়ের মাধ্যমে।

সমাপতনও দেখুন। ১৯৭১-এর সেই জয়ের এ বছর ৫০ বছর পূর্তি। বলে রাখা ভাল, ওই সিরিজের আগে, ভারতের খাতায়, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে একটাও টেস্ট ম্যাচ জয় লেখা ছিল না। তার চেয়েও দুর্ভাগ্যের ঘটনা তার ঠিক আগের ক্যাবিবিয়ান মাটিতে খেলা সিরিজে, ১৯৬২ সালে, ভারত তো প্রায় ক্যাপ্টেন নরি কন্ট্রাক্টরকে প্রাণেই হারাচ্ছিল। যে-সেভাবে নয়, রীতিমতো চার্লি গ্রিফিথের বাউন্সারে। সে যাত্রায় শেষমেশ নরি কন্ট্রাক্টর প্রাণে বেঁচে গেলেও, তাঁর ক্রিকেট কেরিয়ারের সেখানেই ইতি ঘটেছিল। এই ঘটনার অভিঘাতে ভয়ে শুকিয়ে ওয়েস হল ও চার্লি গ্রিফিথের মতো বোলারের বিপক্ষে ভারত যে ০-৫ -এ হেরেছিল, এতে আর অবাক হওয়ার কী থাকতে পারে বলুন। ম্যাচটির পরে, মনসুর আলি খান পতৌদিক বাধ্য করা হয়েছিল অধিনায়কের ভূমিকা পালনের জন্য। এর সঙ্গে ব্যাটিংয়ে ওপেনিং করার জন্য কেউই কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না। সবার মনের মধ্যে ভয় ---কন্ট্রাক্টারে যা হয়েছে, আমারও হতে পারে। ফলে, যা হওয়ার তাই হল। ওই সিরিজ ভারতের কাছে একটা ব্যর্থ অ্যাডভেঞ্চারে পর্যবসিত হল।

একে মারাত্মক সব ফাস্ট বোলার, তার সঙ্গে একটি ওভারে বাউন্সারের সংখ্যায় কোনও বিধিনিষেধ নেই। ১৯৬০-'৭০ সালের কথা। ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট টিম তখন রাজা। এর উপর, সেখানকার গ্যালারিতে কটুভাষী দর্শকে

টইটম্বুর। ফলে, ওই সময়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজে গিয়ে অন্য দেশের ক্রিকেটারের পক্ষে পারফর্ম করা ছিল চূড়ান্ত পরীক্ষা। যদিও, '৭১-এর যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ টিমের বিরুদ্ধে ভারত জিতেছিল, সেই টিমে ওয়েস হল বা চার্লি গ্রিফিথের মতো কোনও বাঘা বোলার ছিলেন না। তাতে কী: স্যর গারফিল্ড সোবার্স, ক্লাইভ লয়েড, রোহন কানহাই, রয় ফ্লেঢেরিক্সের মতো ব্যাটসম্যান তো ছিলেন ওই টিমে। ফলে এই পরিস্থিতিতে বারতের পক্ষে এটা খুবই সাধারণ জয় ছিল বললে ভুল বলা হবে। যদিও সেবারের ভারতীয় টিমের কাছে এসব কিছুই মাথাব্যথার বিষয় ছিল না। তাদের মাথায় একটাই লক্ষ্যট সিরিজটা জিততেই হবে। ১৯৬২ -র পরাজয়ের বদলা নিতেই হবে এবং প্রতিষ্ঠা করতে হবে যে বিশ্ব ক্রিকেটে ভারত একটা উঠতি তারকা দেশ। প্রশঙ্গত উল্লেখ্য, এই সিরিজেই সুনীল গ্যাভাসকরের উত্থান। সেভাবে দেখলে এই সপ্তাহটা তাঁর আবির্ভাবেরও ৫০ বছর। এবং যথারীতি, বিশ্বের কাছে এক নব কিংবদন্তির উদয় হল সেদিন। এর সঙ্গে দিলীপ সরদেশাইয়ের পারদর্শিতাও প্রমাণিত হল ক্যাপ্টেন অজিত ওয়াদেকরের সমর্থনে। দিলীপ সরদেশাইকে সেই টিমে জায়গা দেওয়া হয়েছিল পুরোপুরি অজিত ওয়োদেকরের কথায়। ওয়াদেকর আশ্বস্ত করেছিলেন যে সরদেশাই ভাল খেলবেই। এবং সরদেশাই তা প্রমাণও করে দেখিয়েছিলেন তুমুলভাবে। ওরকম খেলা তিনি তাঁর গোটা কেরিয়ারেও আর কখনও খেলেননি।

আর গাভাসকর তো সমস্ত ব্যাটিং রেকর্ডের পুনর্লিখন করবেন এর পর থেকে। দেখা গেল, তিনি যেরকম খেললেন, ওভাবে সমকালীন কোনও ব্যাটসম্যানই ক্যারিবিয়ান বোলারদের বিরুদ্ধে খেলতে পারেননি। অসামান্য এক প্রতিবার বিস্ফোরণ ঘটল এই সিরিজে। ভারতীয় ক্রিকেটে নতুন এক ডেউ আনলেন গাভাসকর। ক্রিকেট যেন সাবালকত্ব অর্জন করল। ভারতীয় ব্যাটিংয়ের ধারায় ধৈর্য ও মাটি কামড়ে পড়ে থাকার গুণ ঢুকে পড়ল। আবির্ভাবের সিরিজে ম্যামথস্বরূপ ৭৭৪ রান। সুনীল গাভাসকরকে উৎসর্গ করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্যালিপসো অবধি গাওয়া হয়েছিল। আর দেশে ফিরে তো তাঁর পরিচয় হয়ে উঠল রক্ষাকর্তা। দুঃখময়ে তিনি টিমের হাল ধরবেন, আশা-ভরসা তৈরি হল বিপুলভাবে।

বিশিষ্ট ক্রিকেটে সাংবাদিক কে এন প্রভু-র কথাই এখানে উদ্ধৃত করছি। তিনি লিখছেন, এই সিরিজ গ্যাভাসকরের পারফরম্যান্স ক্রিকেট ঐতিহাসিকদের কাছে একটা থিম হয়ে ওঠার জন্য যথেষ্ট। সমস্ত নবাগত ক্রিকেটারের কাছে তাঁকে আদর্শ হিসাবে তুলে ধরা উচিত। যত তিনি খেলা চালিয়ে গিয়েছেন, ততই তিনি তাঁর ত্রুটি ঝরিয়ে নিয়েছেন, তাঁর এক একটা স্ট্রোককে আরও নিখুঁত করে তুলেছেন। সাফল্যে মাথা নষ্ট না করে, তাঁর প্রতি ঝরে পড়া সমস্ত প্রশংসাকে রোজনামচা বানিয়ে পেলেছিলেন। একজন চ্যাম্পিয়নকে যেরকম লক্ষ্যে স্থির ও সমর্পিত হতে হয়, ঠিক তেমনই আঙ্গিক দেখিয়েছিলেন গাভাসকর। এবং ফাইনাল টেস্ট ভারতের মনোবল বাড়িয়েছিলেন। অদ্ভুত এক সহজাত গুণ ছিল তাঁর লেখার মধ্যে। যে কোনও ধরনের বোলিং এবং যে কোনও ধরনের পিছে তিনি নিজেকে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি খাপ খাপিয়ে সেই অনুযায়ী স্ট্রোক নিতে পারতেন। '৭১ -এর সেই জয় ক্রিকেটকে আরও জনপ্রিয় করে তুলেছিল, আরও ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলেছিল ভারতে ক্রিকেট -ভক্ত ও ক্রিকেটারদের মধ্যে। যার প্রমাণ মেলে তৎকালীন বম্বে সান্তাক্রুজ বিমানবন্দরে ক্রিকেটাররা যখন পৌঁছল ওয়েস্ট ইন্ডিজকে পরাজিত করে। প্যানদের তুমুল ভিড়, সবাই অভ্যর্থনা জানাতে এসেছে ভারতীয় টিমকে। ভেবে দেখুন, সেই সময়কার কথা, যখন টিভির প্রচলন হয়নি। মানুষকে ভরসা করতে হত রেডিওর ধারাভাষ্য এবং সংবাদপত্রে উপর। যার ফলে, ম্যাচের ফলাফল প্রায় একদিন পরে এসে পৌঁছত জনগণের কাছে। তার সঙ্গে দু'টি ভিন্ন দেশ হওয়ায়, সময়ের তফাত তো রয়েছেই।

'ওয়াল্ড' টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ'-এর দিকে প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে বিরাট কোহলির টিম। আর এই সময়ে ১৯৭১-এর সেই জয় যেন আর ও প্রাসঙ্গকি ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। দু'টি আত্যাশ্চর্য সিরিজ জয়ের আনন্দ এভাবে একসঙ্গে উদ্যাপন করার ঘটনা সম্ভবত এর আগে কখনও ঘটেনি। সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেটের বিশালতা তো রইলই।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

শুক্রবার সন্ধ্যায় আগরতলায় তুলসিবতী পার্কিং জোন এলাকায় শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠান সস্ত্রীক মুখ্যমন্ত্রী। ছবি ঃ নিজস্ব

হাসপাতালের বেডে শুয়েই ভিডিও বার্তায় দ্রুত ফিরে আসার বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১১ মার্চ (হি. স.) : ধীর গতিতে হলেও ফের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে শুরু করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন এসএসকেএম হাসপাতালে নিজের কেবিনে বেডে শুয়েই এক ভিডিও বার্তায় দ্রুত ফিরে আসার বার্তা দিলেন তিনি। সেই ভিডিও বার্তাতেই তিনি একদিকে সবাইকে যেমন শান্ত থাকার আর্জি জানিয়েছেন তেমনি আশ্বাস দিয়েছেন দ্রুত প্রচারের কাজে নেমে পড়ার। সঙ্গে তাই এটাও জানিয়ে দিয়েছেন দলের সকলের সহযোগিতা নিয়ে প্রয়োজনে তিনি হুইল চেয়ারে চেপে প্রচার করবেন। আর তৃণমূলনেত্রীর এই ভিডিওবার্তা সামনে আসার সঙ্গে সঙ্গে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে জোড়াফুল শিবির। আবারও শুরু হয়ে গিয়েছে, দলনেত্রীকে নিয়ে ভোটের ময়দানে লড়াইয়ে নেমে পড়ার তোড়জোড়।

এদিন এসএসকেএম হাসপাতালে বিছানায় শোয়া অবস্থাতেই এক ভিডিও বার্তায় তৃণমূলসুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, "আমি সবাইকে বিশেষ করে আমাদের যারা কর্মী ভাইবোন আছেন এবং সাধারন মানুষজন আছেন তাঁদের সবাইকে বলবো সবাই শান্ত থাকুন, ভালো থাকুন। এমন কিছু করবেন না যাতে সাধারন মানুষের অসুবিধা হয়। এটা ঠিক যে কাল খুব জোর আমার লেগেছিল এবং আমার হাত-পায়ে চোট আছে। কাল আমার মাথায় আর বুকে খুব ব্যাথাও হয়েছে। গাড়িটা পুরো চেপে যায় আমার পায়ের মধ্যে। এখন আমি চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে আছি। আমি আশা করি আগামী ২-৩দিনের মধ্যে নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো। তবে হয়তো পায়ের প্রবলেম থাকবে। তবে আমি ম্যানেজ করে নেব। আমার মিটিংটিটিং আমি কিছুই নষ্ট করবো না, তবে আমাকে হয়তো কিছুদিন হুইলচেয়ারে ঘুরতে হবে। সেটা আপনাদের সহযোগিতা চাইব।" জানা গিয়েছে আগামিদিনে মুখ্যমন্ত্রী কার্যত হুইলচেয়ারে বসেই দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় মোট ১৪টি সভা করবেন। খুব দ্রুত সেই সব সভার স্থান, তারিখ ও সময় তৃণমূলের তরফে জানিয়ে দেওয়া হবে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

মুখ্যমন্ত্রী উপরে হামলার প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে মৌন মিছিলের ডাক পার্থর

কলকাতা,১১ মার্চ (হি স): নজরে একুশের নির্বাচন। তারই মাঝে গতকাল নন্দীগ্রামে গিয়ে পায়ে চোট পান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। আর তারপরেই বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে মুখ্যমন্ত্রী উপরে হামলার প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে মৌন মিছিলের ডাক দিল তৃণমূল মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

এই প্রসঙ্গে পার্থ চট্টোপাধ্যায় আরও বলেন, "নির্বাচন কমিশনের কাছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হওয়া হামলার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি করেছি। কাল দিল্লিতে যাবে প্রতিনিধি দল। সেখানেও অভিযোগ জানানো হবে। নির্বাচন কমিশন মুখ্যমন্ত্রীকে সঠিক নিরাপত্তা দেয়নি। কালও বলেছি, আজও বলেছি পুরো ঘটনাতাই ষড়যন্ত্র করে ঘটানো। তামিলনাড়ুতে ১ দিনে অসমে ২ দিনে ভোট হয়, অথচ বাংলায় ৮ দফায় ভোট। নির্বাচন কমিশন দুজন আধিকারিককে বদল করার পর মুখ্যমন্ত্রীর উপর জঘন্য আঘাত করা হয়েছে। সব জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের মনোনয়ন বাতিল করার চেষ্টা করা হচ্ছে। পুরুলিয়ার জয়পুরে উজ্জ্বল কুমারের মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছিল, আজ আদালত তাঁর মনোনয়ন বৈধ বলে ঘোষণা করেছে। কাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার প্রতিবাদে জেলায় জেলায় বিকেল ৩টে থেকে কালো পতাকা নিয়ে মৌন মিছিল করব। সংবাদমাধ্যম ঘটনাটি নিয়ে অপপ্রচার করছে। হামলার ঘটনাকে দুর্ঘটনা বলে চালানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। ঘটনার সঠিক তদন্ত হওয়া দরকার"। হিন্দুস্থান সমাচার/ পায়েল

বোনকে বুঝিয়েও ব্যর্থ দাদা উজ্জ্বল, গোঁসা মন্ত্রী রত্নার

নদিয়া, ১১ মার্চ (হি. স.) : দুজনেই নিজেদের রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। দলনেত্রী দু'জনকেই প্রার্থী করেন। বিধায়ক হওয়ার পর মমতা দু'জনকেই করেছিলেন মন্ত্রী। রাজনৈতিক পরিচয় সূত্র ধরেই দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক প্রায় দাদা - বোনের মতোই হয়ে উঠেছিল। যদিও এবারের ভোটে দাদা প্রার্থী হতে পারলেও বোনকে এবার দল প্রার্থী করেনি। সেই ক্ষোভ ধরে না রাখতে পেরে তৃণমূল কংগ্রেস দলটাই আর করবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বোন। অবশ্য নিজের কর্তব্যের খাতিরে হাজার বুঝিয়েও বোনের ক্ষোভ এতোটুকুও কমাতে পারেননি দাদা। ফলে শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক জীবনে দাদা বোনের সম্পর্কে কার্যত ছেদ ঘটতেই চলেছে। এবারও কৃষ্ণনগর দক্ষিণ কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হয়েছেন উজ্জল বিশ্বাস। তবে এবার আর চাকদহ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হতে পারলেন না রত্না ঘোষ কর।

বোন রত্নাকে বোঝানোর চেষ্টা করেও বিফল হয়েছেন কারামন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস। সূত্রের খবর, যদিও তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজনৈতিক জীবনে বোনের মতো গড়ে ওঠার সম্পর্ককে গুরুত্ব দিয়ে দাদা হিসাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন উজ্জ্বল বিশ্বাস। তিনি রত্না ঘোষ করকে ফোন করে বলেছিলেন, হাত থেকে তাকে তুলে নিয়ে এসেছিলাম। কোনদিনও কল্পনা করতে পেরেছিলি যে, তুই মন্ত্রী হবি? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, যে মন্ত্রী হতে পেরেছিলি। রাজনৈতিক জীবনে এর থেকে আর বেশি চাওয়ার আশা কেউ করে না। যদিও বড় হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনেকেরই থাকে। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে থাকলে এর থেকেও হয়তো বড় হতে পারবি। রত্না ঘোষ কর উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়া শ্রীচৈতন্য কলেজে পড়ার সময় থেকেই ছাত্র রাজনীতিতে পা রেখেছিলেন নদিয়ার হরিণঘাটার স্থায়ী বাসিন্দা রত্না।

রত্না ছাত্র পরিষদের হয়ে ছাত্র সংসদের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে হরিণঘাটা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছিলেন। সেবার হেরে যান। তিনিও প্রথম থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছিলেন। তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি হওয়ার পর রত্না ঘোষ কর নতুন দলে যোগ দিয়েছিলেন। একটা সময় জেলা যুব তৃণমূল দলের সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০১৪ চাকদহ বিধানসভার বিধায়ক নরেশচন্দ্র চাকি মারা যাওয়ার পর উপনির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাকদহ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে রত্না ঘোষ করকে প্রার্থী করেন। রত্না বিধায়ক নির্বাচিত হন। এরপর ২০১৬ সালে তিনি ফের নির্বাচিত হন চাকদহ বিধানসভা কেন্দ্র থেকেই। ২০১৮ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী করেন। সেই সঙ্গে রত্না ঘোষ কর জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী ছিলেন। যদিও এবার তাঁকে চাকদহ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী করেনি। এই কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী করা হয়েছে শংকর সিংহের ছেলে শুভঙ্করকে। আর তাতেই নিজের ক্ষোভ উগরে দেন রত্না। প্রার্থী তালিকা থেকে তাঁর নাম যাওয়ার পরেই তিনি আর দল করবেন না বলে জানিয়ে দেন। তিনি জেলা মহিলা সভানেত্রী পদ থেকে রাজ্য মহিলা সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য কাছে ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট জানান, তৃণমূল কংগ্রেস দল ছেড়ে দিচ্ছি ধরা হলে, তাতে হয়নি তাঁর বক্তব্য, পার্থী না হওয়াটা আমার কাছে কোনও বড় ব্যাপার নয়। পার্থী না-ই হতে পারি। প্রার্থী হব বলেই যে রাজনীতি করতাম, তা নয়। কিন্তু এবার আমাকে অসম্মান করা হয়েছে। আমার জেলার অনেক বিধায়ককে আমি দেখেছি। তাঁদের পারফরমান্স আমার কী পারফরমান্স, সেটা আমি নিজেই জানি। আমাকে সরিয়ে যদি তেমন কাউকে প্রার্থী করা হত, তাহলে আমাকে অসম্মান করা হত না। এটা তো আমাকে অসম্মান করার জন্য করা হয়েছে।

তাহলে দল যখন চাইছেই না, আমি আর কেন সেই দল করব? তাই জেলা মহিলা সভানেত্রী পদ থেকে আমি রাজ্য মহিলা সভানেত্রীকে আমার ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দিয়েছি। তবে তৃণমূল কংগ্রেসের নদিয়া জেলা চেয়ারম্যান হিসেবে উজ্জল বিশ্বাস বলেছেন, আমার একটাই বক্তব্য এটা কেবলমাত্র ঔদ্ধত্যের প্রকাশ। দলের সিদ্ধান্ত প্রত্যেককে মেনে নিতে হবে। দল তাঁকে মন্ত্রী করে যে সম্মান দিয়েছিল, দলকে সেই সম্মান দেওয়াটা উচিত ছিল। যদিও রত্না ঘোষ করের বক্তব্য, মন্ত্রিত্ব পাওয়ার পর যে সম্মান পেয়েছিলাম, এবার তার থেকে বেশি আমাকে অসম্মান করা হল। রত্না ঘোষ কর অবশ্য নির্বাচনী যুদ্ধে লড়ার সম্ভাবনা এখনও পর্যন্ত তৈরি হয়নি যদিও রাজনৈতিক মহলের প্রশ্ন, পালাবদলের এই সময়ে তিনিও কি বিজেপিতে যোগ দেবেন? এখনই রত্না ঘোষ কর নিজের ভবিষ্যতের অবস্থান স্পষ্ট করেননি। হিন্দুস্থান সমাচার / সোয়েল

নন্দীগ্রামে "আক্রান্ত" মমতা : তদন্তের দাবিতে নির্বাচন কমিশনে বিজেপি

কলকাতা, ১১ মার্চ (হি.স.): বুধবার সন্ধ্যায় নন্দীগ্রামের বিরুলিয়া বাজারে আক্রান্ত হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পায়ে চোট পেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, পা ছাড়াও ডান হাত, গলা এবং ডান কাঁধেও রয়েছে চোট। এই ঘটনায় বিস্তারিত তদন্তের অনুরোধ জানিয়ে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হল বিজেপি। বৃহস্পতিবার কলকাতায় নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করে বিজেপির প্রতিনিধি দল। প্রতিনিধি দলে ছিলেন বিজেপি নেতা সব্যসাচী দত্ত এবং শিশির বাজোরিয়া। নন্দীগ্রামের ঘটনা প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনে স্মারকলিপি দিয়েছে বিজেপির প্রতিনিধি দল। স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে, 'নন্দীগ্রামে মুখ্যমন্ত্রী আহত হওয়ার ঘটনায় আমরা হতবাক। তিনি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) অভিযোগ করছেন কেউ তাঁকে ধাক্কা দিয়েছে। আমরা বিস্তারিত তদন্তের অনুরোধ জানাচ্ছি।' নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে "আক্রমণ" ইস্যুতে এদিন কলকাতায় নির্বাচন কমিশনের দফতরে যায় তৃণমূলের কংগ্রেসের প্রতিনিধি দলও। প্রতিনিধি দলে ছিলেন তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন, মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

নন্দীগ্রামে মমতা আক্রমণ প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা কৈলাশ বিজয়বর্গীয় বলেছেন, 'এই ইস্যু নিয়ে তাঁরা রাজনীতি করছেন। যাইহোক, আমরা মনে করি এই ধরনের ঘটনা কখনও হওয়া উচিত নয়। আমার বিশ্বাস পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হিংসা রুখতে পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠাবে নির্বাচন কমিশন।' এদিন মমতাকে দেখতে এসএসকেএম হাসপাতালে যান বিজেপি নেতা তথাগত রায় এবং শমীক ভট্টাচার্য। কিন্তু, মমতার সঙ্গে দেখা করতে পারেননি তথাগত ও শমীক। তথাগত জানিয়েছেন, 'আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু দেখা করতে পারিনি। আমরা অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করেছি এবং মুখ্যমন্ত্রীকে আমাদের পক্ষ থেকে শুভ কামনা জানানোর জন্য বলেছি।'

ফের সাফল্য, অনন্তনাগে এনকাউন্টারে নিকেশ দু'জন জঙ্গি

শ্রীনগর, ১১ মার্চ (হি.স.): কাশ্মীরে জঙ্গি নিকেশ অভিযানে ফের সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। বৃহস্পতিবার জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার বিজবেহারা শহরের কান্দিপোরা এলাকায় এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে দু'জন জঙ্গি। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের মুখপাত্র জানিয়েছেন, বিজবেহারা শহরের কান্দিপোরা এলাকায় এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে দু'জন জঙ্গি। অভিযান জারি রয়েছে। নিহত সন্ত্রাসবাদীদের নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। পুলিশ সূত্রে খবর, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায় দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার বিজবেহারা শহরের কান্দিপোরা এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকজন জঙ্গি। সেই মতো বুধবার সন্ধ্যা থেকেই কান্দিপোরা এলাকায় অভিযান চালায় সুরক্ষা বাহিনী। বুধবার সন্ধ্যা থেকে শুরু হওয়া অভিযান গভীর রাতে অন্ধকারের জন্য বন্ধ রাখা হয়। বৃহস্পতিবার সকালে পুনরায় শুরু হয় অভিযান। কাশ্মীরের আইজিপি বিজয় কুমার জানিয়েছেন, এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে দু'জন জঙ্গি। গুলির লড়াই জারি রয়েছে।

নদিয়ায় ইটভাটায় কাজ করতে গিয়ে দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত শ্রমিক

নাকাশিপাড়া, ১১ মার্চ (হি. স.): নদিয়ার নাকাশিপাড়া থানা এলাকায় ইটভাটায় কাজ করতে গিয়ে দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের। গুরুতর অবস্থায় আরো এক শ্রমিক ভর্তি হাসপাতালে। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার। মৃত শ্রমিকের নাম লক্ষ্মণ পাল, বয়স ৪০। তৃণমূল ছেড়ে ছেলেকে নিয়ে বিজেপির পথে তেহট্টের বিদায়ী বিধায়ক। সূত্রের খবর, নদিয়ার নাকাশিপাড়া থানার শিবপুর ইটভাটায় প্রতিদিনের মত কাজ করতে গিয়েছিলেন শ্রমিকরা। কিছু হঠাৎ কাজ করতে করতে আচমকা একটি দেওয়াল হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। বাকিরা কোনওরকমে পালিয়ে গেলেও দেওয়ালে চাপা পড়ে যান দুই শ্রমিক। অন্য শ্রমিকরা তড়িঘড়ি তাঁদের উদ্ধার করে বেথুয়াডহরী গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায়। সেখানেই চিকিৎসকরা লক্ষ্মণ পালকে মৃত বলে ঘোষণা করে। অবস্থার অবনতি দেখে আরো এক শ্রমিককে প্রাথমিক চিকিৎসার পর কৃষ্ণনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মৃত শ্রমিকের পরিবার ইটভাটা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন। তাদের দাবি, ইটভাটার মালিকের গাফিলতির লক্ষ্মণ পালের ফলেই মৃত্যু হয়েছে। তারা প্রশাসনের কাছে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে নাকাশিপাড়া থানার পুলিশ। পুলিশ এসে পুরো বিষয়টির তদন্ত শুরু করেছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

আলিপুরদুয়ারে হাসপাতাল যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় মৃত ২

জয়গাঁ, ১১ মার্চ (হি. স.) : আলিপুরদুয়ারের এশিয়ান হাইওয়ে হাসপাতাল যাওয়ার পথে ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষের জেরে দুমড়ে মুচড়ে গেল একটি ছোট চারচাকার গাড়ি। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারালেন গাড়িতে থাকা রোগী। পড়ে মৃত্যু হল এক রোগী সহ দুজনের। মৃতদের নাম লাকপা শেরপা এবং ওয়াংচুক শেরপা। অন্যদিকে একই ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন রোগীর দুই আত্মীয় পাসাং লামা এবং সোগেন লামা। ঘটনার পরেই পুলিশ আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানোর পাশাপাশি মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। অন্যদিকে দুর্ঘটনার কবলে পড়া গাড়িটিকে উদ্ধার করা হয়েছে। একইসঙ্গে ঘাতক ট্রাকের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে যে জয়গাঁ ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন খোকলা বস্তির বাসিন্দা লাকপা শের পা(৬০) বুধবার রাতে বাড়িতেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। মাদারিহাটের বাসিন্দা বৌদ্ধ ধর্মগুরু ওয়াংচুক শেরপা, অসুস্থ ব্যক্তির নিকট আত্মীয় জয়গাঁর পাসাং লামা ও সোগেন লামা ছোট গাড়ি করে কালচিনির লতাবাড়ি গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য এশিয়ান হাইওয়ে দিয়ে কালচিনির উদ্দেশ্যে রওনা দেন। পথে হাল্কা বৃষ্টি শুরু হওয়ায় রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে পড়ে। দলসিংপাড়া চা বাগানের কাছে হাসিমারার দিকে যেতে থাকা একটি ট্রাকে ছোট গাড়িটি ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মারা যান লাকপা শেরপা। পুলিশ জখম ধর্মগুরু ওয়াংচুক লামাকে লতাবাড়ী গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর সেখানেই তিনি মারা যান। যদিও দুর্ঘটনার পরেই ট্রাক চালক ট্রাকটি নিয়ে পালিয়ে যায়। পুলিশ ট্রাকটির খোঁজ শুরু করেছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

মাথাভাঙ্গায় পোলট্রি ফার্মে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত ছয় বছরের শিশু

ঘোকসাডাঙ্গা, ১১ মার্চ (হি. স.) : কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা ২ ব্লকের রুইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের রামঠেঙ্গার জগদ্ধাত্রী মন্দির সংলগ্ন এলাকায় খেলতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল ৬ বছরের এক শিশুর। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সকালে। মৃত শিশুর নাম বিপ্লব বর্মন। গোটা ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মাথাভাঙ্গা ২ ব্লকের রুইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের রামঠেঙ্গার জগদ্ধাত্রী মন্দির সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে পোলট্রি ফার্ম মালিক বিশ্বজিৎ বর্মন তার পোলট্রি ফার্মের চারদিকে কুকুর, শেয়াল, বেড়াল এর হাত থেকে পোলট্রি মুরগিদের বাচাতে প্রতিদিন অবৈধভাবে পোলট্রি ফার্মের চারদিকে বিদ্যুৎ সংযোগ করে তার বের করে দিয়ে রাখে। বুধবার রাতেও অন্যান্য দিনের মতো একইরকম তার বের করে বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে যান বিশ্বজিৎ বর্মন। বৃহস্পতিবার সকালে পাশের বাড়ির ধীরাজ বর্মনের এক মাত্র বছর ছয় বছরের শিশু পুত্র বিপ্লব খেলতে গিয়ে তারে জড়িয়ে পড়ে। বিদ্যুৎ সংযোগ থাকায় সেখানেই গুরুতর অসুস্থ হয় বিপ্লব। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ফালাকাটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ। এদিকে শিশুর মৃত্যুতে তৈরি হয়েছে চাঞ্চল্য। পরিবারের সূত্রে খবর, শিশুটির মৃতদেহ কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনায় এলাকায় যেমন নেমে এসেছে শোকের ছায়া। গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

ষড়যন্ত্র, হামলার অজুহাত দেখিয়ে সহানুভূতি অর্জনের চেষ্টা মমতার : অধীর

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১১ মার্চ : বুধবার সন্ধ্যায় নন্দীগ্রামের বিরুলিয়া বাজারে উৎসুক জনতার সঙ্গে কথা বলার সময় "হামলার" শিকার হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পায়ে চোট পেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, পা ছাড়াও ডান হাত, গলা এবং ডান কাঁধেও রয়েছে চোট। মমতা এখন এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। কিন্তু, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরীর মতে, 'ষড়যন্ত্র, হামলা, খুনের চেষ্টা এসব অজুহাত দেখিয়ে জনগণের সহানুভূতি অর্জনের চেষ্টা করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।' অধীর বৃহস্পতিবার বলেছেন, 'যদি ষড়যন্ত্রই থাকে, তাহলে সিবিআই, এনআইএ অথবা সিআইডি-কে তিনি ডাকতে পারেন, বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করতে পারেন। এমনটা কেন করছেন না?'

বুধবারই নন্দীগ্রাম কেন্দ্রের জন্য মনোনয়ন জমা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফেরার পথে নন্দীগ্রামের রানিচকে একটি মন্দিরে হরিনাম সংকীর্তনে অংশ নেন তিনি। মন্দির থেকে বেরিয়ে রেয়াপাড়ায় নিজের অস্থায়ী আস্তানায় ফেরার পথে বিরুলিয়া বাজারে উৎসুক জনতার সঙ্গে কথা বলার জন্য গাড়ি থেকে নামেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সময়ই চোট পান মুখ্যমন্ত্রী। সড়কপথে গ্রিন করিডোর করে কলকাতায় নিয়ে আসা হয় মুখ্যমন্ত্রীকে। মমতাকে কটাক্ষ করে বৃহস্পতিবার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেছেন, 'ষড়যন্ত্র, হামলা, খুনের চেষ্টা এসব অজুহাত দেখিয়ে জনগণের সহানুভূতি অর্জনের চেষ্টা করছেন তিনি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়)। তিনি দাবি করেছেন তাঁর সঙ্গে নাকি কোনও পুলিশ ছিল না, এটা হাস্যকর। অজুহাত দেখিয়ে ভোটে জয়লাভের প্রচেষ্টা এটা।' অধীর আরও বলেছেন, 'যদি ষড়যন্ত্রই থাকে, তাহলে সিবিআই, এনআইএ অথবা সিআইডি-কে তিনি ডাকতে পারেন, বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করতে পারেন। এমনটা কেন করছেন না? ষড়যন্ত্রের অজুহাত দেখিয়ে আপনি জনগণের সহানুভূতি পাবেন না। কোথায় ছিল পুলিশ, সিসিটিভি'? সিসিটিভি ফুটেজ দেখুন সবকিছু জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কেমন হল নতুন ছবি হীরালাল কারা ছিলেন প্রিমিয়ারে

সম্প্রতি মুক্তি পেলো বহু প্রতিক্ষীত ছবি হীরালাল। চোলাই ও এগারো খ্যাত করেছেন পরিচালক অরুন রায়। এক ঝাঁক নতুন যারা এতদিন ধরে দাপিয়ে অভিনয় করেছে মঞ্চে। হীরালাল এমন একটি সিনেমা দর্শকই পরিচয় করাবে প্রথম ভারতীয় যিনি বলেছিলেন বায়োস্কোপের কথা অর্থাৎ যার সামনে আমরা দেখি তাই পর্দায় দেখা যাবে কেমন করে।

এই ভারতীয় এবং বাঙালি ব্যক্তিত্বের নাম বেশি ইতিহাসের পাতায় নেই কারণ তার সমস্ত তথ্য এবং চিত্র পুড়ে গেছিল আগুনে। ফাদার অফ ইন্ডিয়ান সিনেমার ইতিহাস তাই খুব বেশি ডকুমেনটেড নেই। এই ছবির গল্পের ক্ষেত্রে প্রচুর রিচার্জ করতে হয়েছিল পরিচালক এবং গোটা টিম কে। ভারতীয় সিনেমায় বায়োস্কপে পরিচয় দিয়েছিলেন সেই ব্যক্তি তার জীবনটাই এতটা অজানা এর মানুষের কাছে। ছবি নিঃসন্দেহে ভারতীয় সিনেমা এবং বাঙালির ঐতিহ্য সঙ্গে জাস্টিজ করবে।

ছবিতে অভিনয় করেছে কিঞ্জল নন্দ, অনুস্কা মুখার্জি, তন্নিষ্ঠা বিশ্বাস, পার্থ সিনহা ,শংকর চক্রবর্তী ,শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় এর মতন অভিনেতারা। প্রত্যেকের অভিনয় আলাদা করে প্রশংসার দাবি রাখে। ততকালীন সময়, তখনকার মানুষের চাল-চলন, ভাষা,ভঙ্গি সবটাই পরিচালক নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন প্রত্যেকের অভিনয়ের মাধ্যমে। আলাদা করে মন কাড়বে অনুষ্কা এবং কিঞ্জলের সম্পর্ক।

স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক, মান অভিমান এখানে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন পরিচালক। এই ছবির কালার কারেকশন ক্যামেরার কাজ দর্শককে দেবে ভিসুয়াল ট্রিট। ইতিহাস এবং বায়োপিক কোথাও যেন এক হয়ে যায় এ গল্পে। এ ছবির প্রিমিয়ারে বসল চাঁদের হাট। টলিউডের রথী-মহারথীদের দেখা মিলল প্রিমিয়ারে। পরিচালক থেকে অভিনেতা অভিনেত্রী এ ছবির প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

প্রিমায়ারে উপস্থিত ছিলেন আরজে মীর, স্বস্তিকা মুখার্জি, সোহিনী সরকার, রনজয় বিষ্ণু, পরিচালক অর্জুন দত্ত, সুদেষ্ণা দে, অভিজিৎ সরকার,অনুরাধা মুখার্জি, অনুভব কাঞ্জিলাল, রাজা চন্দ,শিব প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নন্দিতা রায়, সায়ন্তনী গুহ ঠাকুরতা, সৌম ঋত, শুভজিৎ মিত্র প্রমুখ। এদিন নন্দন ছিল হাউসফুল। টলিউড ইন্ডাস্ট্রি লোকজনই নয়, চিনা হত দর্শকদের মুখেও ছিল একটা ভালো বাংলা ছবি দেখার হাসি।

চোলাই এবং এগারোর পরে যে প্রত্যাশা তৈরী হয়েছিল পরিচালক অরুণ রায় এর থেকে সেই প্রত্যাশার মর্যাদা রেখেছেন পরিচালক তাঁর নতুন ছবি 'হীরালাল' এ। ছবি এই ছবি নিঃসন্দেহে আপনার চোখের জল আনবে।

পার্লারে গিয়ে শ্যাম্পু করা বিপদ

বাড়িতে নিজে নিজে শ্যাম্পু করে একঘেয়ে লাগলে আমরা প্রায়ই পার্লারে গিয়ে শ্যাম্পু করে আসি। শুধু তাই নয়, পার্লারে গিয়ে যে কোনওবিউটি ট্রিটমেন্ট করাতেও আমাদের করাতেও আমাদের বেশ ভালোই লাগে। তবে এটা কি জানেন, পার্লারে গিয়ে শ্যাম্পু করানোর সময় হতে পারে আপনার সাংঘাতিক বিপদও। পার্লারে যেতে আমাদের সকলেরই খুব ভালো লাগে। রোজকার অফিসের স্ট্রেস একমুহূর্তে চলে যায় যখন পার্লারে গিয়ে আপনি শরীরটা এলিয়ে দেন। আর অন্য কেউ আপনার শরীরচর্চা করে দেয়। তবে এই শরীরচর্চাও কখনও কখনও আমাদের বিপদ ডেকে আনতে পারে। পার্লারে হেয়ারওয়াস করাকালীনই আপনার স্ট্রোকও হতে পারে। জানা গিয়েছে, ক্যালিফোর্নিয়ার এক মহিলা পার্লারে গিয়ে শ্যাম্পু করাচ্ছিলেন। সেই সময়ই তাঁর স্ট্রোক হয়েযায়। সিটি স্ক্যান করে জানা গিয়েছিল, শ্যাম্পু করার সময় ওই মহিলার ঘাড় অতিরিক্ত পরিমাণে সিঙ্কের ওপর হেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে মাথায় রক্ত চলাচল অনিয়মিত হয়ে গিয়ে স্ট্রোক হয়ে যায় ওই মহিলার।

বাচ্চাদের বুদ্ধি বিকাশের দৌড়

স্কুল টিউশনেই ব্যস্ত সন্তান? ভুল করছেন এতে আপনার বাচ্চার কোনও লাভই হচ্ছে না। ওকে দৌড় করান। শরীর থাকবে ঝরঝরে। বাড়বে বুদ্ধিও। বই, খাতা, স্কুলের ভারে ভারাক্রান্ত শৈশব। মাঠ, ঘাট, দমকা হাওয়ায় ভেসে যাওয়ার টান বাঁধা পড়ছে ইট কাঠ কংক্রিটের জঙ্গলে। বইথেকে মুখ তুললেই ছোটা ভীমের হাট করে খোলা জগৎ। সবুজ মাঠ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকার সব উপকরণ চার দেওয়ালের অন্দরেই মজুত। পড়াশোনা ছাড়া কার্টুন এভাবেই আবর্তিত ছেলেবেলা, মেয়েবেলা। সবুজ ঘাসে পা ফেলার ফুসরত কই! ভুল হয়ে যাচ্ছে। বিরাট ভুল। দৌড়তে হবে। আরওবেশি। পা ফেলতে হবে মাটিতে। বই খাতার মুখ গুঁজে থাকলেই বুদ্ধি বাড়ে না। টিভির পর্দায় চোখ আটকে থাকলে আই কিউ বাড়ে না। বুদ্ধি বিকাশের একটাই পথ। দৌড়। বিশেষজ্ঞদের দাবি, সাধারণত ৮ বছর বয়স পর্যন্ত বুদ্ধির বিকাশ হয়। চিকিৎসাশাস্ত্র বলে, একজন মানুষ খুব বেশি হলে তাঁর বুদ্ধির মাত্র ২ শতাংশ ব্যবহার করতে পারে। আমেরিকান দ্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অন এজিং এর গবেষণা বলছে, দৌড়লে মানুষের শরীরের মাংসপেশি থেকে ক্যাথাপসিন বি নামে একটি প্রোটিন বেরোয়। এই প্রোটিন সরাসরি মস্তিষ্কে প্রবাহিত হয়। ক্যাথাপসিন বি নামে এই প্রোটিনেই লুকিয়ে রয়েছে বুদ্ধি বাড়ার রহস্য। গবেষকদের দাবি, ৪ মাস ধরে সপ্তাহে ২ থেকে ৩ বার ২০ মিনিট করে দৌড়লে পেশিতে ক্যাথাপসিন প্রোটিনের নিঃ সরণ বাড়তে থাকে।

লাভজনক চাষ হাইব্রিড পেঁপে

আমাদের রাজ্যে পেঁপে খুবই জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ। পেঁপের কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে --- প্রথমত এটা একটা স্বল্প মেয়াদী, দ্বিতীয়ত কেবল ফলই নয় সবজি হিসেবেও এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে, তৃতীয়ত পেঁপে অত্যন্ত সুস্বাদু, পুষ্টিকর এবং ঔষধি গুণ সম্পন্ন। পেঁপেতে পেপেইন নামক হজমকারী দ্রব্য আছে।

হাইব্রিড পেঁপে জাতের বৈশিষ্ট্য ঃ

এটি উচ্চ ফলনশীল বামন প্রজাতির পেঁপে। প্রত্যেকটি গাছে পেঁপে ধরে। রেডলেডি জাতের পেঁপে গাছ সর্বোচ্চ ১০ ফিট হয়। যখন গাছের উচ্চতা ৬০-৮০ সেমি হয় তখন ফল ধরা শুরু হয়। প্রতিটি গাছে ৫০-১২০ পর্যন্ত ফল ধারণ করে। ৫-৬ মাসের মধ্য ফুল আসে এবং প্রথম ফল পাওয়া যায় ৭-৯ মাসের মধ্য। এই জাতের পেঁপেগুলি বেশ বড়, ফলের রং লাল-সবুজ, এক একটি ফলের ওজন ১.৫ থেকে ২ কেজি। মাংস বেশ পুরু, গাঢ় লাল, স্বাদে বেশ মিষ্টি ও সুগন্ধিযুক্ত। কাঁচা ও পাকা উভয়ভাবে বাজারজাত করা যায়। পাকা অবস্থায় সহজে নষ্ট না বলেই, দূর দূরান্তে

বাজারজাত করা যায়। এই জাতের পেঁপে রিং স্পট ভাইরাস রোগ সহ্য ক্ষমতা আছে। এই জাতের জীবনকাল ২ বছর অধিক।

বীজের হার ঃ প্রতি গ্রামে বীজের সংখ্যা ৬০-৭০টি। হেক্টর প্রতি ৭০-১০০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন। সে হিসেবে ৩০০০-৩২০০ চারা দিয়ে ১ হেক্টর জমিতে পেঁপে চারা লাগানো যায়।

রোপন ঃ ১.৫ থেকে ২ মাস বয়সের চারা রোপন করা হয়। ২ মিটার দূরে দূরে ৬০, ৬০, ৬০ সেমি আকারে গর্ত করে রোপনের ১৫ দিন পূর্বে গর্তের মাটির সার মিশাতে হবে। সেচের জল নিষ্কাশনের জন্য ২ সারির মাঝখানে ৫০ সেমি নালা রাখতে হবে।

সারের পরিমাণ ঃ প্রতি পেঁপে গাছে নিম্নরূপ সার ব্যবহার করতে হবে।

রোপনের সময় ঃ চারা লাগানোর পর নতুন পাতা আসলে ইউরিয়া ও সুফলা সার ৫০ গ্রাম করে প্রতি ১ মাস অন্তর প্রয়োগ করতে হবে। গাছে ফুল আসলে এ মাত্রা দ্বিগুণ হবে। শেষ ফল সংগ্রহের পূর্বেও সার প্রয়োগ করতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা ঃ বাগান সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। গাছের গোড়া থেকে আগাছা তুলে ফেলে দিতে হবে। গাছের গোড়া মাটি কোদাল দিয়ে হাল্কা করে দিতে হবে। গাছে অতিরিক্ত ফল ধরলে কিছু ফল পেরে নিয়ে হাল্কা করে দিলে, বাকি ফলগুলো বড় হওয়ার সুযোগ পাবে। পেঁপে গাছে বিভিন্ন হরমোন প্রয়োগ করে বেশ সুফল পাওয়া যায়।

ফল সংগ্রহ ঃ পেঁপে গাছে সাধারণতঃ ৫-৬ মাসের মধ্যে ফুল আসে এবং প্রথম ফল পাওয়া যায় ৭-৯ মাসের মধ্যে। পুষ্ট হওয়ার সময় কোন কোন ফলে হলুদ রং ধারণ করবে। পুষ্ট ফলে কিছু দিয়ে খোঁচা দিলে সাদা তরল আঠা বের হবে। অপুষ্ট ফলে থেকে দুধের মত ঘন আঠাবের হবে।

উপযুক্ত জাত ঃ বাজারে তাইওয়ানের 'রেড লেডি' ও ভিএনআর সিডস এর বিনায়ক বিখ্যাত।

বনি ও কৌশানি কি বিজেপিতে যাচ্ছেন, কী বলছেন পিয়া সেনগুপ্ত

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে একাধিক তারকা প্রার্থী দিতে পারে তৃণমূল কংগ্রেস। তালিকায় উঠে আসছে, রাজ চক্রবর্তী, সুদেষ্ণা রায়, রণিতা দাস-দের মত জনপ্রিয় কিছু তারকার নাম।টেলিভিশনের 'বাহা' বলে পরিচিত রনিতা দাস। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডানলপের সভায় তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন পরিচালক রাজ চক্রবর্তী। ওই দিনই তৃণমূলে যোগ দেন পরিচালক সুদেষ্ণা রায়, সাওনী ঘোষ,অভিনেতা কাঞ্চন মল্লিক, শিক্ষাবিদঅনন্যা চক্রবর্তী, ক্রিকেটার মনোজ তিওয়ারি।তার কিছুদিন আগেই,তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন অভিনেত বনির বিশেষ বান্ধবী কৌশানি মুখোপাধ্যায় ও বনির মা পিয়া সেনগুপ্ত।

অন্যদিকে গেরুয়া শিবিরে যোগদান করেছে টলিউডের প্রথম সারির এক ঝাঁক অভিনেতা যশ, শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় পায়েল সরকার পাপিয়া অধিকারী, রুদ্রনীল ঘোষ,সোহেল দত্ত। দুই শিবিরে অভিনেতাদের নেতা বানানোর এই ম্যাচে সব সময়ই নিজেদের স্কোর মোটামুটি সেম রাখার চেষ্টা করছেন। গেরুয়া শিবিরের পক্ষ থেকে বিধানসভা নির্বাচনে বেহালা পশ্চিমে শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়,সোনারপুর দক্ষিণ থেকে হিরণ চট্টোপাধ্যায়, কসবায় রিমঝিম মিত্র, টালিগঞ্জে অঞ্জনা বসুদের বিজেপি প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করানো হতে পারে। উত্তর কলকাতার বেশ কয়েকটি আসনে যশ দাশগুপ্ত, পায়েল সরকার প্রার্থী হতে পারেন।

অন্যদিকে আরেকটি জল্পনাও তৈরি হয়েছে একটি ছবি ঘিরে।অভিনেতা সোহেল দত্তর সঙ্গে বনি সেনগুপ্তের ছবি। সম্প্রতি বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন সোহেল। তাহলে কি এবার পর এবার বনিও পদ্ম শিবিরে! শুধু তাই নয়, সদ্য তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়া বনির বিশেষ বান্ধবী কৌশানি মুখোপাধ্যায়ও গেরুয়া শিবিরে যোগ দিতে পারেন বলে খবর। তবে বনির মা পিয়া সেনগুপ্ত মাধ্যমকে জানিয়েছেন বনি এবং সোহেল ছোটবেলার বন্ধু এবং তাদের সম্পর্ক পারিবারিক। এছাড়া তিনি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন বনি যদি বিজেপিতে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন সে খবর তার কাছে এখন অব্দি পৌঁছয়নি। কৌশানির বিজেপিতে যোগদানের প্রসঙ্গে পিয়া সেনগুপ্ত বলেছেন কৌশানি তৃণমূলে যোগদান করেছিলেন স্বইচ্ছায় এরপর তিনি বিজেপিতে যাবেন এ জল্পনা ভিত্তিহীন। তবে মুখ মুখোশ রং-এ এবারের রাজনৈতিক অঙ্গন যেন রঙ্গ মঞ্চ।

ফুল বা ফল ঝরে গেলে করণীয়

বিভিন্ন ধরনের কৃষিজ ফসলে সারের অভাবে অপুষ্টিজনিত বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দেয়। যেসব সার ফসলের জন্য কম লাগে কিন্তু নির্ধারিত মাত্রায় ব্যবহার না করলে ফসলের জন্য সমস্যার সৃষ্টি হয় সেসব সারের মধ্যে বোরন অন্যতম।

বোরনের অভাব গাছের বৃদ্ধি কমে যায়। ফুল সংখ্যায় কম আসে এবং ফুল ঝরা বৃদ্ধি পায়। ফল আকারে ছোট হয় ও ফোটে যায়। ফল এবড়ো থেবড়ো বা বিকৃত হয়, আভ্যন্তরীণ দানা পুষ্ট হয় না, অপরিপক্ক অবস্থায় ফল ঝরে যায়।

বোরন সারের কাজ ঃ গাছের কোষের দেওয়াল শক্ত করে, শিকড় ও ডগার বৃদ্ধি হয়, ফলে ফেটে যাওয়া রোধ করে, নিষক্তিকরণ ও সীম জাতীয় দানাদার ফলের দানার গঠনে সাহায্য করে, ফলন বৃদ্ধি করে।

প্রয়োগ মাত্রা বা পরিমাণ ঃ ফল গাছে ফুল আসার আগে প্রয়োগ করলে ভাল রেজাল্ট পাওয়া যাবে, ছোট টবে আধা চা চামচ বড় টবে এক চা চামচ আর হাফড্রামে এক টেবিল চামচ। টবের উপরের মাটি এক/দেড় ইঞ্চি তুলে টবের ভেতরের মাটির সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে পরে ওই তোলা মাটি গুঁড়া করে সুন্দর করে ঢেকে দিতে হবে। ফল বৃদ্ধির সময় জিংক প্রতি লিটার জলে ১ গ্রাম, বোরন (বোরাক্স/বরিক অ্যাসিড) প্রতি লিটারে ২ গ্রাম একত্রে লিটার জলে মিশিয়ে ২০-২২ দিন পর প্রথমবার এবং ৪০-৪৫ দিন পর দ্বিতীয়বার স্প্রে করলে ফল ঝরে পড়া ও ফাটা উভয় সমস্যা কমে যায়। যেসব গাছে বায়োমাস ফল থাকে ২ মাস পর পর, একবার ফল দেয় ওই গাছে বছরে একবার, দুইবার ফল দেয় ফুল আসার এক মাস আগে একবার বোরন প্রয়োগ করলে ভাল রেজাল্ট পাওয়া যাবে। বোরনের অভাব পূরণে যদি সময়মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তাহলে ফসলের ভালো ফলন পাওয়া যায়। বোরন পরিমাণে যেমন খুব বেশি লাগে না, তেমনি বেশি প্রয়োগ করলেও উল্টো ফল দেয় অর্থাৎ বিষক্রিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়। ফলন কমে যায়। তাই সঠিক মাত্রায় ও সঠিক সময়ে বোরন প্রয়োগ করা জরুরি নয়তো অতিরিক্ত প্রয়োগের ফলে ফলন কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

নজরকাড়া ফুল সহস্রবেলি

হাজার বেলি বহুবর্ষজীবী গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝোপালো ও গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। হাজার বেলি, সহস্র বেলি নামে পরিচিত। তবে বিশ্বের অন্যান্য দেশে এটি সাধারণত চাইনিজ বোয়ার নামে পরিচিত। আমাদের দেশে বিশেষত রাস্তার ধার, পরিত্যক্ত জায়গা, জলার ধার ও বনের ধারে এ গাছ অনায়াসে জন্মে। তবে এসব স্থানে ইদানিং এর দেখা কম মিলে। তাছাড়া ফুলপ্রেমির বাগানে চোখে পড়তে পারে। গাছ দ্রুতবর্ধনশীল ও বেশ কষ্টসহিষ্ণু। এর গাছ উচ্চতায় গড়ে ৪ থেকে ছয় ৬ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। পাতা আকারে বড় ও ডিম্বাকৃতির। বোঁটা বেশ লম্বা, রং গাঢ় সবুজ, শিরা-উপশিরা স্পষ্ট, কিনারা হালকা খাঁজ কাটা, রসালো ও নরম মানের হয়। বংশ বিস্তার ঘটে লতার মাধ্যমে। গাছের শাখার অগ্র মাথায় ফুল ফোটে। ফুল ফোটার মরশুম গ্রীষ্মকাল। গন্ধ ও গঠনে বেলি ফুলের সঙ্গে মিল থাকায় আমাদের দেশে এটি হাজার বেলি নামে পরিচিত পেয়েছে। এ ফুলের একটি থোকায় সাধারণত ৫০ থেকে ৬০টি পর্যন্ত ফুল ফোটে। ফুল দেখতে প্রায় বেলি ফুলের মতো হলেও হাজার বেলি ফুলের গঠন অনেক বেশি সুগঠিত, দৃষ্টিনন্দন ও নজরকাড়া। এর প্রতিটি ফুলে তিন থেকে পাঁচ স্তর পাপড়ি থাকে। প্রতিটি ফুল সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত অবস্থায় তিনদিন থাকে। ফুলের রং সাদা থেকে হালকা গোলাপী আভাযুক্ত। থোকায় ফুলগগুলো পর্যায়ক্রমে ফোটে। তাই একটি থোকায় প্রায় মাসখানেক ধরে ফুল ও ফুলের সৌরভ বিদ্যমান থাকে। ফুলে রয়েছে মিষ্টি সুঘ্রাণ। তাছাড়া সকাল ও সন্ধ্যায় ফুলে ঘ্রাণের তীব্রতা বহুগুণ বেড়ে যায়। রং আর ঘ্রাণের আকর্ষণে ফুলকে ঘিরে হরেক রকম পতঙ্গের আনাগোনা লক্ষ্য করা যায়। হালকা ছায়া থেকে রৌদ্রোজ্জ্বল পরিবেশ, উঁচু থেকে মাঝারি উঁচু ভূমি ও প্রায় সব ধরনের মাটিতে হাজার বেলি জন্মে।

রঙ না করেই পাকা চুল কালো করবেন যেভাবে

চুলে হালকা পাকা ধরেছে? কিন্তু বয়সটা তো এখনও চুল পাকার মতো হয়নি। তা হলে উপায় ? এখন তো নানা ধরনের হেয়ার কালার পাওয়া যায়। প্রয়োজনে ব্যবহার করতেই পারেন।যারা হেয়ার কালার ব্যবহার করতে চান না, তাদের কি পাকা চুল নিয়েই এগিয়ে যেতে হবে বাকি জীবনটা। একেবারেই নয়। বাড়িতেই তৈরি করে নিন এক মিশ্রণ, যা নিয়মিত পান করলে পেতে পারেন উপকার। সর্বভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত এক খবর অনুযায়ী, এই 'মিরাক্কেল ড্রিঙ্ক' দিনে তিন থেকে চারবারএক চা চামচ করে খাওয়ার আগে খেতে হবে, মাস তিনেকেরজন্য। তা হলেই নাকি কেল্লা ফতে।

প্রতিবেদনেই বলা হয়েছে, কীভাবে তৈরি করতে হবে চুল কালো রাখার সেই মিরাকেল ড্রিঙ্ক'---

উপকরণ ঃ ৫ টি পাতিলেবু, ৫ টি রসুন কোয়া (ছাড়ানো), ১ কাপ মধু, ১ কাপ ফ্ল্যাক্স সিডের তেল।

পদ্ধতি ঃ সব কিছু এক সঙ্গে ব্লেন্ডারে দিয়ে দিন। লেবুর ছাল না ছাড়ালেও অসুবিধা নেই। মিশ্রণটি ঘন হয়ে এলে তা একটি কাচের জারে ঢেলে রাখুন।

প্রতিবেদন অনুযায়ী , যারা এই মিশ্রণ ব্যবহার করেছেন, তারা উপকার পেয়েছেন। তাদের মতে, শুধু কালো চুলই নয়, মিশ্রণ খাওয়ার ফলে তাদের দৃষ্টিশক্তিও ভাল হয়েছে বলে জানাগিয়েছে।

”মানব না বিজেপি ষড়যন্ত্র করেছে”: বাবুল

কলকাতা,১১ মার্চ (হি স): গতকাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পায়ে চোট লাগার পর থেকেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। নন্দীগ্রামে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পায়ে চোট লাগার ঘটনায় তৃণমূল আঙুল তুলছে বিজেপির দিকে। আর তারপরেই ”মানব না বিজেপি ষড়যন্ত্র করেছে” সাফ দাবি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়র। এই প্রসঙ্গে বাবুল সুপ্রিয় আরও বলেন, ”বিজেপির কোনও কর্মী তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ফেলার ষড়যন্ত্র করেছে তা একেবারেই মানব না। তাঁকে গ্রিন করিডোর করে নিয়ে যাওয়া হল মেডিক্যাল টিম গঠন করা হয়েছে খুব ভালো কথা। কিন্তু তাঁর আসলে কী হয়েছে আজ রাতের মধ্যেই তাঁর মেডিকেল বুলেটিন দাবি করছি। সত্যিটা সবার সামনে আসা দরকার”।

একদিনে করোনা আক্রান্ত ২৪৪

কলকাতা, ১১ মার্চ (হি স): একদিকে যখন শহর মেতেছে শিবরাত্রির পুজোতে ঠিক তখনই অন্যদিকে আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। এখনও শহরজুড়ে বিরাজমান করোনা। গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত ২৪৪। বৃহস্পতিবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে। স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ২৪৪ জন। জন। একদিনে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। যার জেরে মোট মৃতের সংখ্যায় দাড়াল ১০,২৮৬। গত ২৪ ঘণ্টায় বাংলায় করোনামুক্ত হয়েছেন ২৫৮ জন। ফলে মোট সুস্থতার সংখ্যা ৫ লক্ষ ৬৪ হাজার ১১৫। এখনও পর্যন্ত করোনা একটিভ কেসের সংখ্যা ৩,১১০। হিন্দুস্থান সমাচার/ পায়েল

প্রার্থীর সঙ্গে ডিএম-এসপি থাকেন না তা ওঁর জানা উচিত : সব্যসাচী দত্ত

কলকাতা,১১ মার্চ (হি স): পায়ে চোট পেয়ে এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসারত তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গতকাল নন্দীগ্রামে গিয়ে পায়ে চোট পান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তারপরেই শুরু হয় রাজনৈতিক চাপানউতোর।

এরই মাঝে বৃহস্পতিবার তৃণমূল নেত্রীর পরে যাওয়ার প্রসঙ্গে কটাক্ষ বিজেপি নেতা সব্যসাচী দত্তর। ” প্রার্থীর সঙ্গে ডিএম-এসপি থাকেন না তা ওঁর জানা উচিত” মন্তব্য সব্যসাচী দত্তর। নন্দীগ্রামে পায়ে চোট লাগার পরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ তোলেন তাকে কেউ বা কারা ফেলে দেয়। এরপরেই মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। নির্বাচন কমিশনে বৃহস্পতিবার এই প্রসঙ্গে সব্যসাচী দত্ত বলেন, ”মিডিয়ায় কাছে অনুরোধ যার কাছে যা ফুটেজ আছে তা সামনে আনুন। প্রকাশ্যে আনুন, না হলে কমিশনের প্রতি তৃণমূলের ওঠা আঙুল রয়েই যাবে। কমিশন ঘটনার ভিডিও ফুটেজ প্রকাশ করুক। গতকালের ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে এসপি ছিলেন না। তিনি এই কথা বলেন কীভাবে। প্রার্থীর সঙ্গে ডিএম-এসপি থাকেন না তা ওনার জানা উচিত”। হিন্দুস্থান সমাচার/ পায়েল

ময়দানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামটা পরে যাবে সেখানে খেলা শেষ হয়ে যাবে : মদন মিত্র

কলকাতা,১১ মার্চ (হি. স.) : পায়ে গুরুতর চোট পেয়ে এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসারত তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গতকাল নন্দীগ্রামে গিয়ে চোট পান মমতা। আর তারপরেই বৃহস্পতিবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখতে হাসপাতালে যান তৃণমূল নেতা মদন মিত্র। তারপরেই ”ময়দানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামটা পরে যাবে সেখানে খেলা শেষ হয়ে যাবে” মন্তব্য মদন মিত্রর।

এই প্রসঙ্গে মদন মিত্র আরও বলেন, ”একটা যদি ব্রেনে হিট করতো তাহলে ব্রেন ক্রেক করত। অনেক বড় পরিকল্পনা ছিল। মুখ্যমন্ত্রীকে হত্যার চেষ্টা হয়েছিল। এটা এটেম টু মার্ডার কেস নয় ৩০২ র টার্গেট ছিল। হেলে না ঢোরা অরিজিনাল কোবরা বেলি ডান্স ২ তারিখে দেখবেন আপনারা। এখন শুধু অপেক্ষা। ময়দানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামটা পরে যাবে সেখানে খেলা শেষ হয়ে যাবে। মমতা নামটাই কাফি”।

নদিয়ার মায়াপুর দোলে শান্তি বজায় রাখার উদ্যোগ

নদিয়া, ১১ মার্চ (হি. স.) : আসন্ন রঙের উৎসবে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখে সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হল মায়াপুরে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মায়াপুর পুলিশ ক্যাম্পে এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ইস্কন মন্দিরের কর্তৃপক্ষ, জগন্নাথ মন্দিরের কর্তৃপক্ষ, গোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ কর্তৃপক্ষ এবং মসজিদের ইমামরা। প্রশাসনের পক্ষে এদিনের সভায় জেলা পুলিশের ডিএসপি- ডিএন্ডটি শুভাশিস চৌধুরী, নবদ্বীপের বিডিও বরুনাশিস সরকার, নবদ্বীপ থানার আইসি দেবাশীষ চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বিদ্যুৎ পর্ষদ, দমকল বিভাগের আধিকারিক সহ জলপথ পরিবহন সমবায় সমিতি, টোটো ইউনিয়নের প্রতিনিধিরাও হাজির ছিলেন। উল্লেখ্য, আগামী ২৮ মার্চ দোল উৎসব। এই উৎসব ঘিরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য পুণ্যার্থীরা নবদ্বীপ ও মায়াপুরে ভিড় করেন। হিন্দুস্থান সমাচার / সোয়েল

বিজেপি নেতাদের নামে কুরুচিকর পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য বর্ধমানে

গলসি, ১১ মার্চ (হি. স.) : বিজেপি নেতা-নেত্রীদের নামে নানাবিধ মন্তব্য সম্পন্ন পোস্টারে ঢাকল বর্ধমানের কার্জন গেট এলাকা। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার।

বিজেপি রাজ্য কমিটির সদস্য অঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রাজ্য সম্পাদিকা মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র, প্রাক্তন পূর্ব বর্ধমান জেলা সভাপতি ও বর্তমানে রাঢ় বঙ্গ জোনের বুথ কমিটি পর্যবেক্ষক সন্দীপ নন্দী-সহ পূর্ব বর্ধমান সংগঠনের জেলা সহ সভাপতি সুনীল গুপ্তা, সম্পাদক শ্যামল কুমার রায় এবং সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার এস আর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে পোস্টার পড়ে এলাকায়। রীতিমত ছবি দিয়ে পোস্টার পড়েছে এলাকায়। রাজ্য সম্পাদিকা মৌমিতা মিশ্রর পোস্টারের ছবি-সহ লেখা ”চরিত্রে বে.. নয়, স্বচ্ছ ভাবমূর্তির প্রার্থী চাই”। একই ভাবে রাজ্য কমিটির সদস্য অঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের ছবি দিয়ে লেখা হয়েছে ”সামাজিক ক্রিমিনাল”, সন্দীপ নন্দীকে ”চরিত্রহীন দুর্নীতিবাজ”, সুনীল গুপ্তাকে ”চরিত্রে ধান্দাবাজ” , শ্যামল কুমার রায় কে” চরিত্রে চোর ডাকাত” ও এস আর বন্দ্যোপাধ্যায়কে ”ডাক্তারের আড়ালে ডাকাত” বলে অভিহিত করা হয়েছে পোস্টারে। প্রতিটি ছবির নীচে লেখা রয়েছে বর্ধমানের জনগণ। যদিও খবর পেতেই বিজেপি কর্মীরা এসে সেই পোস্টার ছিড়ে দেয়।হিন্দুস্থান

শিলিগুড়িতে দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে দলীয় প্রচার শুরু করলেন রাজু বিস্ত

শিলিগুড়ি, ১১ মার্চ (হি. স.) : এখনও পর্যন্ত শিলিগুড়ি বিধানসভায় প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেনি বিজেপি।তবে দলীয় প্রচার শুরু করে দিয়েছেন দার্জিলিঙের সাংসদ রাজু বিস্ত। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির ইসকন মন্দিরে পুজো দিয়ে দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে প্রচার শুরু করলেন রাজু বিস্ত।

এদিন ১০ নম্বর ওয়ার্ডে দেওয়াল লিখন করেন তিনি।তাঁর সঙ্গে ছিলেন দলের অন্যান্য নেতা ও কর্মীরা।এরপর সেখান থেকে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে গিয়ে সেখানকার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন সাংসদ। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজু বিস্ত বলেন, বিজেপি শিলিগুড়িতে এমন একজন প্রার্থী দেবে যিনি সবসময় মানুষের পাশে থাকবেন।শিলিগুড়ির মানুষের জন্য কাজ করবেন।হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

মুখ্যমন্ত্রীর আঘাতের প্রতিবাদ কলকাতা সহ রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভ

কলকাতা,১১ মার্চ (হি. স.) : নন্দীগ্রামে গিয়ে গুরুতর আহত হন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আহত হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ ৪- ৫ জন তাকে ঠেলে ফেলে দেয়। তার জেরেই বুকে পেটে পায়ে চোট লাগে তার। মুখ্যমন্ত্রীর উপর আঘাতের প্রতিবাদে বিক্ষোভ শহর থেকে রাজ্য জুড়ে।

লক্ষ্য একুশের নির্বাচন। ইতিমধ্যেই রাজ্য জুড়ে জোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে নির্বাচনের। তারই মাঝে গতকাল নন্দীগ্রামে গিয়ে আহত হন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরেই নন্দীগ্রাম থেকে এইচএসকেএমে ভর্তি করা হয় না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। আর তারপরেই বৃহস্পতিবার সকাল থেকে পদ্মপুকুরের শরৎ বোস রোডে প্রতিবাদ মিছিল করেন তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা। অবস্থান বিক্ষোভও করা হয়। মদন মিত্রের নেতৃত্বে কামারহাটিতে প্রতিবাদ-মিছিল করেন তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা।চেতলার সেন্ট্রাল রোডেও বিক্ষোভ দেখান যুব তৃণমূলের কর্মীরা। এমনকি ব্যারাকপুরে রাজ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল। বর্ধমান-কাটোয়া রোডেও বিক্ষোভ কর্মসূচি ও পথ অবরোধে সামিল হন শুভশ্রীর বাবা দেবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ও মা বীণা গঙ্গোপাধ্যায়।

বাঁকুড়ায় ডাক্তারি পড়ুয়া ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে চাঞ্চল্য

বাঁকুড়া, ১১ মার্চ (হি. স.) : ডাক্তারি পড়ুয়া ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। বুধবার রাতে কলেজ হস্টেলের ছাদ থেকে তার দেহ নীচে পড়ে যাওয়ার শব্দে কলেজের কর্মীরা ছুটে আসে। তৎক্ষণাৎ তাকে হাসপাতালে সিসি ইউ তে ভর্তি করা হয়।সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডা: পার্থ প্রতিম প্রধান জানান মৃত ছাত্রীর নাম অঙ্কিতা মন্ডল (২৪)। কলেজের কোর্স সম্পূর্ন করে এদিন তার হস্টেল ছেড়ে যাওয়ার কথা।গতকাল রাত তিনটা নাগাদ এই ঘটনা ঘটে।হস্টেলের ছাদ থেকে সে পড়ে যাকবা ঝাঁপ দিয়ে থাকতে পাৰে বলে অনুমান।এটি নিছক দূর্ঘটনা না আত্মহত্যা তা খতিয়ে দেখতে পুলিস তদন্ত শুরু করেছে। হিন্দুস্থান সমাচার/ সোমনাথ

নন্দীগ্রামে উত্তেজনা, হাতাহাতি তৃণমূল-বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে

নন্দীগ্রাম, ১১ মার্চ (হি.স.): তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার সন্ধ্যায় আহত হওয়ার পর থেকেই ক্ষোভে ফুঁসছিলেন নন্দীগ্রামের তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। সেই রাগের বহিঃপ্রকাশ হল বৃহস্পতিবার সকালে। নন্দীগ্রামের বিরুলিয়া বাজারে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়লেন তৃণমূল ও বিজেপি সমর্থকরা। যদিও, খুব বেশি গন্ডগোল হয়নি, স্থানীয়দের হস্তক্ষেপে ঝামেলা মিটলেও গোটা এলাকায় চাপা উত্তেজনা রয়েছে। বুধবার সন্ধ্যায় নন্দীগ্রামের বিরুলিয়া বাজারে তাঁর উপর হামলার অভিযোগ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই ঘটনার প্রতিবাদ কর্মসূচি নিয়েই উত্তেজনা ছড়িয়েছে নন্দীগ্রাম ২নং ব্লকের বিরুলিয়া বাজারে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই তৃণমূলের একাধিক নেতা-কর্মী বিরুলিয়া বাজারে জড়ো হতে থাকেন। তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর ওপর হামলা হয়েছে অভিযোগ তুলে বিজেপি-র বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন। এর পরেই বিজেপি নেতা-কর্মীরাও দল বেঁধে ঘটনাস্থলে গিয়ে গোটা ঘটনাকে সাজানো বলে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। দু'পক্ষ মুখোমুখি এসে পড়ায় শুরু হয় ঝামেলা। একটা সময় হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। তবে তা বেশি দূর গড়ায়নি। বিজেপি-র তমলুক সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি প্রলয় পাল বিরুলিয়া এলাকারই বাসিন্দা। প্রলয়ের দাবি, 'মুখ্যমন্ত্রীর পায়ে আঘাত নিছকই দুর্ঘটনা।' তিনি জানান, বৃহস্পতিবার সকালে পূর্ব মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ-সহ জেলাশাসক বিভু গোয়েল তদন্ত শুরু করেছেন। তাঁরা এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। যদিও নন্দীগ্রামের তৃণমূল নেতা এবং মমতার নির্বাচনী এজেন্ট শেখ সুফিয়ানের দাবি, “বিজেপি বরাবরই ষড়যন্ত্র করে। মমতা নন্দীগ্রামে দাঁড়ানোর পর বিজেপি পায়ের তলায় মাটি পায়নি। তাই দলনেত্রীর ওপর হামলা চালিয়েছে গেরুয়া শিবির।”

বাঙ্গুর ইন্সটিটিউট অফ নিউ রোসায়েন্সেসে মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১১ মার্চ (হি স): গতকাল নন্দীগ্রামে গিয়ে পায়ে চোট পেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা মুখোপাধ্যায়। এরপরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। বৃহস্পতিবার বেশ কিছু টেস্টের জন্য বাঙ্গুর ইন্সটিটিউট অফ নিউরোসায়েন্সেসে নিয়ে আসা হয় মুখ্যমন্ত্রীকে। গতরাতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভর্তি করা হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। বুধবার বিকেলে নন্দীগ্রামে গিয়ে পায়ে চোট পান তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চোট লাগা মাত্রই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে আসা হয় কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে। এসএসকেএম হাসপাতালে মমতা বন্দোপাধ্যায়কে নিয়ে যাওয়া হয় স্ট্রেচারে চাপিয়ে হাসপাতালের উডবার্ন ওয়ার্ডের ভিভিআইপি কেবিনে। এরপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেডিকাল টিমে রয়েছেন অর্থোপেডিক, কার্ডিওলাজি ও মেডিসিন বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। এরই মাঝে এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শরীরে কি কি চোট রয়েছে তা খতিয়ে করতেই মুখ্যমন্ত্রীর সিটি স্ক্যান করা হয়। সিটি স্ক্যানের জন্য বৃহস্পতিবার বাঙ্গুর ইন্সটিটিউট অফ নিউরোসায়েন্সেসে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর রেডিও ডায়াগনোসিস হয়।

শিব পুজো দিলেন শুভেন্দু অধিকারী

কলকাতা,১১ মার্চ (হি স): নজরে একুশের নির্বাচন। ইতিমধ্যেই নির্বাচন নিয়ে জোর প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলি। একদিকে তৃণমূলের হয়ে নন্দীগ্রাম থেকে প্রার্থী হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে বিজেপির হয়ে নন্দীগ্রাম থেকে লড়বেন শুভেন্দু অধিকারী। এরই মাঝে বৃহস্পতিবার শিব রাত্রি। আর শিব রাত্রিতে নন্দীগ্রামে শিব পুজো দিলেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। নির্বাচনেরর বিশেষ দেরি নেই। ইতিমধ্যেই জোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে রাজনৈতিক দলগুলির অন্দরে। এরই মাঝে এদিন শিবরাত্রি উপলক্ষে নন্দীগ্রামে ৩টি শিব মন্দিরে পুজো দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। নন্দীগ্রামের পারুলবাড়ি ও রেয়াপাড়ায়।

মহাশিবরাত্রির শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীর, হরিদ্বারে ভক্তদের পুণ্যস্নান

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ (হি.স.): মহাশিবরাত্রি উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার সকালে টুইট করে রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, 'মহাশিবরাত্রি উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা। এই উৎসব সমগ্র মানবতার জন্য কল্যাণকারী হোক।' মহাশিবরাত্রির শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টুইট করেছেন, 'মহাশিবরাত্রি উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা। হর হর মহাদেব!'

মহাশিবরাত্রি উপলক্ষ্যে দেশজুড়ে আনন্দের আবহ। বৃহস্পতিবার সকালে হরিদ্বারে গঙ্গায় পুণ্যস্নান করেন লক্ষ লক্ষ ভক্তরা। জম্মু-কাশ্মীরে শান্তি, সমৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্যের জন্য আমি প্রার্থনা করেছি ভক্তরা। এদিন সকালেই মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীতে মহাকাল মন্দিরে ভগবান শিবের পূজার্চনা করেন ভক্তরা।

জম্মু-কাশ্মীর :
মহাশিবরাত্রি উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার সকালেই শ্রীনগরের শ্রীনগরের শঙ্করাচার্য মন্দিরের পূজার্চনা ও যজ্ঞ করেন ভক্তরা। একজন ভক্ত জানিয়েছেন, 'শান্তি, সমৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্যের জন্য আমি প্রার্থনা করেছি।'

উত্তরাখণ্ড:
মহাশিবরাত্রি উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার সকালে হরিদ্বারে গঙ্গায় পুণ্যস্নান করেন লক্ষ লক্ষ ভক্তরা। হরিদ্বারের হর কি পৌরি ঘাটে প্রচুর ভিড় ছিল ভক্তদের।

মধ্যপ্রদেশ :
মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীতে মহাকাল মন্দিরে ভগবান শিবের পূজার্চনা করেন ভক্তরা। সকালেই ভগবান শিবের অভিষেক করা হয়।

উত্তর প্রদেশ :
মহাশিবরাত্রি উপলক্ষ্যে উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরের ঝাড়খণ্ডি মহাদেব মন্দিরে ভক্তদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিন সকালে ঝাড়খণ্ডি মহাদেব মন্দিরে ভগবান শিবের পূজার্চনা করা হয়।

রাজ্যের প্রধানের ওপর এরকম আক্রমণ হলে রাজ্যের সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায় : প্রশ্ন লকেটের

কলকাতা,১১ মার্চ (হি স): এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পায়ে গুরুতর চোট নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসারত রয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। বেশিরভাগ সকাল থেকেই বহু রাজনীতিবিদরা মুখ্যমন্ত্রীকে দেখতে হাসপাতালে যান। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখতে বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখার পরেই ”রাজ্যের প্রধানের ওপর এরকম আক্রমণ হলে রাজ্যের সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়” প্রশ্ন লকেটের।

এই প্রসঙ্গে লকেট চট্টোপাধ্যায় আরও বলেন,” রাজনীতি রাজনীতির জায়গায় এটা মানবিকতার বিষয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু তাঁর কাছে জেড প্লাস ক্যাটাগরির সিকিউরিটি আছে। সেই নিরাপত্তা পার করে কি করে আক্রমণ হল। মুখ্যমন্ত্রীর যদি নিরাপত্তা না থাকে সাধারণ মানুষ কীভাবে নিরাপদ থাকবে? আসলে কি ঘটেছিল তাঁর জন্য আমরা উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত দাবি করছি”।

মুখ্যমন্ত্রীর আঘাত নিয়ে রাজনীতি নয় : শমীক ভট্টাচার্য

কলকাতা, ১১ মার্চ (হি. স.) : এসএসকেএম হাসপাতালে পায়ে চোট নিয়ে ভর্তি রয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার নন্দীগ্রামে গিয়ে আঘাত পেয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমনটাই অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর পায়ে চোট নিয়ে বিভিন্ন মহলে শুরু হয়ে গিয়েছে জটলা। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে ”মুখ্যমন্ত্রীর আঘাত নিয়ে রাজনীতি নয়” মন্তব্য বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্যর। এই প্রসঙ্গে শমীক ভট্টাচার্য আরও বলেন, ” মুখ্যমন্ত্রী চাইলেই কেন্দ্রীয় সরকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা। গতকাল মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন দুর্ঘটনা নয় চক্রান্ত। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা নিজেদের মতো করে স্লোগান দিয়েছেন। আজ যখন আমরা হাসপাতালে দেখতে যাই তখন গো ব্যাক স্লোগান দেওয়া হয়। আমরা তাতেও কোনও প্রতিক্রিয়া দিইনি। আমরা এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ দাবি করছি। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আমাদের দলের সাংসদরা যোগাযোগ করেছিলেন। আমরা ওখান থেকে খবর পেয়েছি মুখ্যমন্ত্রী যদি মনে করেন তাঁর কাছে যে ফোর্স আছে তা পর্যাপ্ত নয় তাহলে যখন চাইবেন কেন্দ্রীয় সরকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। মুখ্যমন্ত্রীর আঘাত নিয়ে রাজনীতি নয় মতাদর্শের লড়াই রাজনৈতিক লড়াই। তার সঙ্গে স্বাস্থ্যের সম্পর্ক নেই”।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

জয়পুর বিধানসভা আসনের তৃণমূল প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করল নির্বাচন কমিশন

পুরুলিয়া, ১১ মার্চ (হি. স.) : ত্রুটিপূর্ণ হলফনামা জমা দেওয়ায় পুরুলিয়ার জয়পুর বিধানসভা আসনের তৃণমূল প্রার্থী উজ্জ্বল কুমারের মনোনয়ন বাতিল করল নির্বাচন কমিশন। কিন্তু কোন ত্রুটির প্রেক্ষেতি হলফনামা বাতিল হল তা এখনও স্পষ্ট নয়। জেলা প্রশাসন থেকে কিছু জানানো না হলেও নির্বাচন কমিশনের সাইটে গেলে দেখা যাচ্ছে উজ্জ্বল কুমারের নামের পাশে জ্বলজ্বল করছে "রিজেক্টেড" লেখা।

সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, উজ্জ্বল কুমারের হলফনামা ছিল ত্রুটিপূর্ণ। তাই প্রথমবারের স্ক্রুটিনিতেই বাতিল হয় তৃণমূল প্রার্থীর মনোনয়নপত্র। তবে এই ত্রুটি শুধরে নেওয়ারও সময় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাতেও সামান্য কিছু ত্রুটি থেকে যায় বলে জানা যায়। এ নিয়ে উজ্জ্বলবাবুর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তৃণমূলের জেলা সভাপতি গুরুপদ টুডু শুধু জানাচ্ছেন "এনিয়ে খোঁজ নেওয়া হচ্ছে"। এদিন স্ক্রুটিনির সময় ওই বিধানসভা আসনের অন্যান্য প্রার্থী ছিলেন। তাঁরা নিশ্চিত করেছেন উজ্জ্বলবাবুর মনোনয়ন বাতিলের কথা। প্রসঙ্গত, ২৭ মার্চ রয়েছে পুরুলিয়া জেলার নয় বিধানসভার ভোট। তার ১৭ দিন আগে তৃণমূল প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল নিয়ে চিন্তায় জেলা নেতৃত্ব।

বিজেপির সদস্যদের মমতাকে দেখতে বাঁধা

কলকাতা, ১১ মার্চ (হি. স.) : গতকাল নন্দীগ্রাম থেকে ফেরার পথে পায়ে গুরুতর চোট পান তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরেই গতরাতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভর্তি করা হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। এরই মাঝে বৃহস্পতিবার বিজেপির সদস্যরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখতে গেলে বাঁধা দেওয়া হয় তাদের। বুধবার বিকেলে নন্দীগ্রামে গিয়ে পায়ে চোট পান তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চোট লাগা মাত্রই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে আসা হয় কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে। এসএসকেএম হাসপাতালে মমতা বন্দোপাধ্যায়কে নিয়ে যাওয়া হয় স্ট্রেচারে চাপিয়ে হাসপাতালের উডবার্ন ওয়ার্ডের ভিভিআইপি কেবিনে। এরপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেডিকাল টিমে রয়েছেন অর্থোপেডিক, কার্ডিওলাজি ও মেডিসিন বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। আর এরপরেই বৃহস্পতিবার শমীক ভট্টাচার্য তথাগত রায়রা মমতাকে দেখতে গেলে তাদের ঢুকতে বাঁধা দেওয়া হয় এমনকি গো ব্যাক স্লোগান দেওয়া হয়।

বেপরোয়া

● **প্রথম পাতার পর**

কর্মীরা

দুইজনকে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক বিরাট দেববর্মাকে মৃত বলে ঘোষণা করে ও রাজীব দেববর্মার অবস্থা আশঙ্কা জনক হোওয়াতে তাকে গোমতী জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। বিরাট দেববর্মার মৃতদেহ শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে রাখা হয়েছে। আগামীকাল মৃতদেহ ময়না তদন্তের পর পরিবারের লোকজনের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এই দুর্ঘটনার ফলে সমগ্র এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আসামের নিলামবাজারে শিলচর থেকে আগরতলাগামী স্পেশাল ট্রেনের ধাক্কায় প্রাণ হারিয়েছেন অটো ট্রাকের চালক। অটো ট্রাকটি বেআইনী ভাবে ট্র্যাক অতিক্রম করছিল। সকালে সাড়ে এগারটা নাগাদ এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। যদিও ট্রেনের কোন যাত্রী হতাহত হয়নি বলে জানিয়েছে পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ের কর্তৃপক্ষ। ছবি ও তথ্য রেলওয়ে।

নাবালিকার বিয়ে নিয়ে বক্সনগরে চাপানউতোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১১ মার্চ।। গত ৭ তারিখ শনিবার মানিক্যনগর মেরতাবাড়ি এলাকার সুহেল মিয়া(২৩) পিতা নুরু মিয়া এলাকার সানু বেগমের মেয়ের সাথে ১ মাস পূর্বে বিয়ের আলোচনা হয় কিন্তু মেয়ের বয়স কম হওয়ার কারনে উভয় পক্ষ একটা সিদ্ধান্ত নেয় মেয়ের বয়স হলে তাদের বিয়ে দেওয়াহবে।মুসলিম রীতিনীতি অনুযায়ী তাদের মধ্যে ইজাব হয়ে আছে ভবিষ্যতে বিয়ে হবে।

কিন্তু গত শনিবারে সিপাহীজলা জেলা চাইল্ড লাইন এর কর্মী আফসানা আক্তার পিতা খলিলুর রহমান বাংলাদেশি সে সুহেল মিয়া ও সানু বেগমকে তাদের অফিসে নিয়ে যায় সেখানে গিয়ে সুহেল কে বলে গত একমাস পূর্বে তোমাদের বিয়ে হয়েছে আমরা জানি মেয়ের বয়স কম এখন কি করবে।

সুহেল বলে আমাদের কোন বিয়ে হয়নি তার পরেও তাকে অফিসের একজন কর্মি গৌতম ও আফসানা একটি লাঠি নিয়ে মারার জন্য আসে আমি যাতে স্বীকার করি বিয়ে করেছি একপর্যায়ে আমাকে ধাক্কাদিয়ে ফেলে দেয় তবুও আমি বলি আমার বিয়ে হয়নাই তার পর আমাকে আফসানা গৌতম এবং তানিয়া নাম করে ৩ জন কর্মি আমাকে বলে ঠিক আছে গঠনাটি আমরা আর কারুর সামনে বলবনা সুহেলকে বলে তুমি ১০ হাজার টাকা আমাদের কে দিতে হবে।সুহেল বলে আমি বিয়ে করিনাই আপনাদের টাকা দেব কেন এইকথা বলার পর আফসানা আমাকে বলে টের পাবে কালকে বাড়িতে যখন পুলিশ গিয়ে সবাইকে ধরে নিয়ে আসবে।আমাকে অনেক চাপা চাপি করার পর আমি বাড়িতে আসি তার পরও আমার মাসি সানু বেগমের মোবাইলে ফোন করে বলে ঠিক আছে ১০ হাজার লাগবেনা ৮ হাজার দিলে আমরা আর এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলবনা।

এখন চিন্তার বিষয় হল রক্ষক যদি ভক্ষক এর ভূমিকা পালন করে তাহলে কি ভাবে এলাকার মানুষ শান্তিতে থাকবে।টাকার বিনিময়ে সত্য গঠনা গোপন করার প্রয়াস চালায় চাইল্ড লাইন এর কর্মিরা।গঠনাটি এলাকায় সাংবাদিকদের গুচরে আসার পর এখন আফসানা ২ দিন ধরে কল করছেনা কিন্তু থানার পুলিশের ভয় দেখিয়ে চাইল্ড লাইন এর কর্মিরা যে নতুন পদ্ধতি চালু করেছে তা খুবই ভাবার বিষয় এই হলে এলাকার মানুষ কি ভাবে এই সংস্থার কর্মীদের হাত থেকে রক্ষা পাবে।শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত সুহেল মিয়া চাইল্ড নাইনের ত্রিপুরা রাজ্যের দায়ীত্বে থাকা নীলিমা মেডামের দারস্থ হবেন বলে জানায়।এবং তার দাবী এই চাইল্ড লাইন থেকে এই সমস্ত কর্মিদের কে অতিসত্তর বহিস্কার করে সংস্থার মান সম্মান নস্ট হওয়া থেকে যাতে বাচায় এটাই আমার এবং এলাকা বাসির দাবী।এই গঠনায় এলাকায় ছিঃ ছিঃ রব উঠে আছে।দেখার বিষয় উপর মহলের কর্মকর্তারা কি ভূমিকা নেয়।

আজ বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন দুইজনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ।। আগামীকাল বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন হবে দুইজনের। তারা হলেন সমীর কুমার মজুমদার এবং শালিনতারা বেগম। তারা আগরতলায় মর্ডান সাইকিয়াট্রিক হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। আগামীকাল তাদের আখাউড়া সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে নিজ পরিবারের লোকদের হেপাজতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে আগরতলাস্থিত বাংলাদেশ সহকারি হাইকমিশন অফিস।

শান্তিরবাজারে দুর্ঘটনাগ্রস্থ বাইক। ছবি নিজস্ব।

নদিয়া জেলায় আসছেন নির্বাচনী পর্যবেক্ষক

নদিয়া, ১১, মার্চ (হি. স.) : ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলিও বেশকিছু কেন্দ্রে তাঁদের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে। প্রচারও চলছে পুরোদমে। এই পরিস্থিতিতে এবার ' বিহার মডেল' - কে সামনে রেখে নির্বাচন করতে চলেছে কমিশন। নদিয়া জেলা জুড়ে প্রশাসনের তৎপরতাও তুঙ্গে। কিছুদিনের মধ্যেই জেলায় আসছেন নির্বাচনী পর্যবেক্ষক। নির্বাচনী কাজের জন্য জেলা প্রশাসনের তরফে পর্যবেক্ষকদের কোন ফোন নাম্বার নির্দিষ্ট করা হবে। কোন গাড়িতে তাঁরা এলাকা ঘুরবেন, কোথায় থাকবেন ইত্যাদি আয়োজনে এখন
নাওয়া- খাওয়ার সময় নেই প্রশাসনের কর্তাদের।

জেলার নির্বাচন আধিকারিক গোবিন্দ হালদার বলেন, মূলত বিধানসভা ভিত্তিক অবজারভার দের থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জেলার ১৭ টি বিধানসভা এলাকায় যে সকল সরকারি গেস্ট হাউস, জেলা পরিষদের ভবন, পুরসভার আবাসন ইত্যাদি রয়েছে। সেখানেই অবজারভাররা থাকবেন। প্রশাসনের তরফে সমস্ত রকম আয়োজন চলছে। কিছুদিন পর জেলায় এসে যাবতীয় দায়িত্ব হাতে নেবেন। এদিকে ভোটের আগে জেলায় থাকা প্রায় কুড়িটি সরকারি আবাসনে এখন সাজ সাজ রব। তার মধ্যে রয়েছে কৃষ্ণনগরে জেলা পরিষদ ভবন, রানাঘাট পুরসভার "আহেলী", শান্তিপুর পুরসভার " অতিথি নিবাস" ইত্যাদি। সেখানেই পানীয় জলের ব্যবস্থা, সিলিং ফ্যান, আলো, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, জেনারেটর, ইত্যাদি পরিষেবা পর্যাপ্ত আছে কি না, সে সব দেখভাল করছে প্রশাসন। জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, ভোট হল আমাদের কাছে উৎসবের মতো। তাই উৎসবের আগে যেমন সমস্ত কিছুর আয়োজন চলে। ঠিক তেমনিই প্রশাসনের তরফেও সেই আয়োজন চলছে। তবে এই প্রথমবার জেলাবাসী দু" দফায় ভোট দেখবে। জেলায় প্রথম দিনের ভোট ১৭ এপ্রিল।

এদিন শান্তিপুর, রানাঘাট উত্তর পশ্চিম, কৃষ্ণগঞ্জ, রানাঘাট উত্তর পূর্ব, রানাঘাট দক্ষিণ, কল্যাণী, হরিণঘাটা বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট হবে। পাশাপাশি ২২ এপ্রিল জেলায় দ্বিতীয় দিনের ভোট। ওই দিনের ভোট। ওই দিন করিমপুর, তেহট্ট, পলাশীপাড়া, কালীগঞ্জ, নাকাশিপাড়া, চাপড়া, কৃষ্ণনগর উত্তর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট। এছাড়া এবছর জেলায় মোট ভোটার সংখ্যা ৪২ লক্ষ ৭৬ হাজার ৮৯৩।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সংগ্রহশালা তৈরির প্রস্তাব গেল দিল্লিতে

কলকাতা,১১ মার্চ (হি. স.) : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কলকাতায় তৈরি হচ্ছে একটি নতুন সংগ্রহশালা। এটি তৈরির জন্য দিল্লিতে প্রস্তাব পাঠিয়েছে ফোর্ট উইলিয়াম। মঙ্গলবার সেনা সূত্রে এ খবর জানা যায়। বাংলাদেশ যুদ্ধে সৈনিকদের নাকের ডগায় ফাটা শেলের টুকরো এখনও রয়েছে। রয়েছে আরও বহু অস্ত্র, যা ব্যবহার করা হয়েছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে। ৫০ বছর আগে সেগুলি উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়েছিল কলকাতায়। যদিও সর্বসাধারণের সামনে নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। কিন্তু ভারতীয় সেনাকর্তাদের মতে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে আছে দুই বাংলা তথা দুই দেশের আবেগ। এবার দুই দেশের তরুণ প্রজন্মের কাছে মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় সেনারা কীভাবে যৌথ লড়াই করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছিল, তা বিশেষভাবে তুলে ধরতে চায় ভারতীয় সেনা।

সেনাদের বেঙ্গল এরিয়ার এক সেনাকর্তা জানান, ময়দান অঞ্চলে ফোর্ট উইলিয়ামের পলাশি গেটের কাছেই এই নতুন সংগ্রহশালা তৈরির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। পলাশি গেট লাগোয়া সেনাবাহিনীর নিজস্ব অনেকটাই জমি রয়েছে। তার মধ্যে ১.৯ একর জমি নিয়ে তৈরি হচ্ছে এই সংগ্রহশালা। এটি তৈরির জন্য কত টাকা লাগতে পারে, সেই হিসাবও করা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহার হওয়া পাক সেনাদের বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র, শেল, গোলা ও আরও বেশ কিছু বস্তু উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় ফোর্ট উইলিয়ামে।

যান দুর্ঘটনায় আহত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১১ মার্চ।। বিশালগড় থানার অন্তর্গত রবীন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয় সংলগ্ন রেল ব্রিজ এলাকায় ভয়াবহ যান দুর্ঘটনা ঘটে।ঘটনার বিবরণে জানা যায় বিশালগড় থানার পুলিশ গতকাল রাত ১০ঃ২০ মিনিট নাগাদ রেল ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় নাকা চেকিংয়ে বসে। এমন সময় একটি কাঠের লক বোঝাই একটি লরি আসে। কাঠের গাড়িটিকে বিশালগড় থানার পুলিশ সিগনাল দেওয়া সত্যেও লরিটি চলে যায়। ওই সময় লরিটির পেছনে ছিল একটি মারুতি অলটো গাড়ি। সেই মারুতি গাড়িটি এসে কাঠের লক বুঝাই গাড়ির পেছনে সজোরে ধাক্কা মারে। সঙ্গে সঙ্গে মারুতি গাড়িতে থাকা ড্রাইভারসহ তিনজন গুরুতর জখম হয়। সঙ্গে সঙ্গে চেকিংয়ে থাকা পুলিশকর্মীরা খবর পাঠায় বিশালগড় দমকল বাহিনীর কর্মীদের। তারা ছুটে এসে আহত তিনজনকে নিয়ে যায় হাঁপানিয়া হাসপাতালে। পরবর্তী সময় হাপানিয়া হাসপাতালের কর্তব্যরত ডাক্তার তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে জিবি হাসপাতালে রেফার করে দেয়। আহতরা হলেন শুভম চক্রবর্তী। বাড়ি গান্ধীগ্রাম। নিশিকান্ত দেবনাথ। বাড়ি খোয়াই। অভিজিৎ সরকার বাড়ি রাধানগর। এর মধ্যে দুইজনের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে আহতরা।

টোকিও অলিম্পিক তাঁর জীবনের শেষ অলিম্পিক : মেরি কম

টোকিও, ১১ মার্চ (হি. স.) : টোকিওর পর আর অলিম্পিকে নামবেন না। এমনটাই জানালেন মেরি কম। জানা গিয়েছে, বয়সজনিত কারণেই তাঁর এই সিদ্ধান্ত। তিনি জানান, টোকিও অলিম্পিক তাঁর জীবনের শেষ অলিম্পিক। যে কোনও ক্রীড়াবিদের কাছে অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করা এবং পদক জেতা একটা স্বপ্ন।

পরের ২০২৪ অলিম্পিক হবে প্যারিসে। সেই সময় মেরির বয়স ৪০ পেরিয়ে যাবে। বক্সিংয়ের নিয়ম হল, ৪০ বছর অতিক্রম করা কোনও বক্সার অলিম্পিকে নামতে পারবেন না। মেরি কমের বয়স এখন ৩৮। প্যারিস অলিম্পিকের সময় তাঁর বয়স হবে ৪১। যদিও কোভিডের কারণে বক্সারদের এক বছর বয়স ছাড় দেওয়া হয়েছে। ছয় বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন মেরি কম জানান, লন্ডন অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পদক পাওয়ার পর তাঁর জীবন পালটে গিয়েছিল। তাঁর ওই পদকজয় বহু মহিলাকে খেলাধূলোয় আসতে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। বিশেষ করে বক্সিংয়ে। নিজের কেরিয়ার নিয়ে তিনি গর্বিত। মেয়েরা আসুক, লড়াইয়ে অংশ নিক বলেও জানিয়েছেন তিনি। তাঁর এই মন্তব্যের জেরে অনেকেই মনে করছেন এবার বক্সিং রিংকে বিদায় জানাতে চলেছেন তিনি। বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে আটটি পদক জিতেছেন মেরি কম। তাঁর দখলে রয়েছে সাতটি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ পদক। ছয় বার পেয়েছেন বিশ্বের সেরার খেতাব।

রাজ্যপাল

● **প্রথম পাতার পর**

এবার মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর স্মৃতি পুরস্কার -২০২১ পেয়েছেন রঙ্গমোহন রায়। তাছাড়া অটল বিহারী বাজপেয়ী ম'তি পুরস্কার-২০২১ পেয়েছেন নরেশ চন্দ্র দেববর্ম। আজ হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে ৩৯ তম আগরতলা বইমেলার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে তাঁদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন রাজ্যপাল রমেশ বৈস। এবার পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জাতীয় সংহতি পুরস্কার পেয়েছেন জয়শ্রী শর্মা। তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। তাছাড়াও আজ ৩৯ তম আগরতলা বইমেলা উপলক্ষ্যে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় মঞ্চে অনুষ্ঠিত সমাপ্তি অনুষ্ঠানে শচীন দেববর্মণ স্মৃতি পুরস্কার প্রাপক অনিরুদ্ধ দেববর্মা, ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ দেববর্মণ স্মৃতি পুরস্কার প্রাপক হরেকৃষ্ণ পাল, সলিলকৃষ্ণ দেববর্মণ স্মৃতি পুরস্কার প্রাপক অশোক দেব, কালীকিংকর দেববর্মণ স্মৃতি পুরস্কার প্রাপক শিউলি দেববর্মা, ত্রিপুরেশ মজমদার স্মৃতি পুরস্কার প্রাপক স্বর্গীয় তরুণ ভট্টাচার্য (মরণোত্তর), ভীমদেব ভট্টাচার্য স্মৃতি পুরস্কার প্রাপক ডা. বিজয় দেববর্মা, লালন পুরস্কার পুরস্কার প্রাপক মনীন্দ্র দেবনাথের হাতে অতিথিগণ পুরস্কার তুলে দেন। প্রয়াত তরুণ ভট্টাচার্যের হয়ে পুরস্কার গ্রহণ করেন তাঁর সহধর্মিনী।

এবছর বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ প্রকাশনার জন্য রাধামোহন ঠাকুর স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছে নীহারিকা (কিশোর সাহিত্য সমাজ ইতিহাস ও পটভূমি), ককবরকে শ্রেষ্ঠ প্রকাশনার জন্য দৌলত আহমেদ ম'তি পুরস্কার পেয়েছে ককবরক তেই হুকুমু মিশন(রাংচাকনি সান্দাই) এবং বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষায় অনুবাদ গীতাঞ্জলি গ্রন্থটির জন্য শ্রেষ্ঠ প্রকাশনা পুরস্কার-২০২১ পেয়েছে নীহারিকা। আজ সমাপ্তি অনুষ্ঠানে চিত্র প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণকারী চিত্র সাংবাদিকদের তথ্য সংস্ক'তি দপ্তরের পক্ষ থেকে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রাজ্যপাল রমেশ বৈস, সম্মানিত অতিথি উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা সহ অন্যান্য অতিথিগণ চিত্র সাংবাদিকদের সম্মাননা জ্ঞাপন করেন।

সংগঠনগুলি

● **প্রথম পাতার পর**

বেকার এবং রাজ্যবাসীর স্বার্থপরিপন্থী এই সার্কুলার অবিলম্বে প্রত্যাহার করে না নিলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। নবারুণ বাবু আরো অভিযোগ করেন, বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বছরে ৫০ হাজার চাকরি দেওয়া হবে। সেই প্রতিশ্রুতি পালন এর বদলে চাকরির দরজা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়ার চক্রান্ত করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ।

গত তিন বছরে ৫ হাজার শূন্যপদ করা হয়েছে বলে জানান নবারুণ দেব। ১০০০ সরকারি স্কুল বন্ধ করে দেওয়ার চক্রান্ত করছে রাজ্য সরকার। সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআই রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক এবং ইউ আই এফ রাজ্য সম্পাদক অমলেন্দু দেববর্মা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

তেলিয়ামুড়ায়

● **প্রথম পাতার পর**

চলে যায়।বৃহস্পতিবার সকালে ৩ ব্যবসায়ী এসে দখেন তাদের দোকানে চুরি হয়েছে। তারা চুরির বিষয়টি তেলিয়ামুড়া থানায় জানায়। পুলিশ আর পাঁচটা চুরির ঘটনার মতই নিয়ম মাফিক তদন্ত করে থানামুখী হয়। এক্ষেত্রে চোরের দলকে পাকড়াও করতে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ব্যর্থ। পুলিশের ব্যর্থতার কারণেই তেলিয়ামুড়া বাজারে নিত্যদিন কোন না কোন দোকানে চুরির ঘটনা লেগেই রয়েছে।

সংবাদে জানা যায়, তিনটি দোকান থেকে চোরের দল নগদ দুই লক্ষাধিক টাকা , স্বর্ণের আংটি সহ অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে চম্পট দেয়। তবে পরপর এসব চুরির ঘটনা ঘটতে থাকায় ব্যবসায়ীরা পুলিশের প্রতি আস্থা বিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে শুরু করেছেন।

ব্যবসায়ীসহ স্থানীয় লোকজন রাত্রিকালীন সময়ে টহলদারির ব্যবস্থা আরও জোরদার করার দাবি জানিয়েছেন।

আহত চার

● **প্রথম পাতার পর**

শাসক দলের কিছু দুস্কৃতিকারীরা এই হামলা করেছে।

গনঅবস্থানে হামলা ও রাজনগর অঞ্চল পার্টি অফিসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা জানিয়ে বিধায়ক সুধন দাস , দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার থেকে শুরু করে রাজ্য পুলিশ আধিকারিকের নিকট ঘটনাজানান।

লাইন

● **প্রথম পাতার পর**

কর্মীদের বাধা দেয় পরবর্তী সময়ে বিশাল পুলিশবাহিনী এবং টিএসআর জওয়ানরা গিয়ে মেয়েটিকে উদ্ধার করে।বর্তমানে নাবালিকা মেয়েটিকে চাইল্ড লাইনের হোমে রাখা হয়েছে।

যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে মোটর সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত দুই

আউশগ্রাম, ১১ মার্চ (হি. স.) : যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে মোটর সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল দুই ব্যক্তির। মৃত দু'জনই মোটর সাইকেলে ছিলেন। মৃতদের নাম দিলীপ বাউড়ি (৫০) ও অতুল মণ্ডল (৫৬)। তাঁদের বাড়ি আউশগ্রামের ভাল্কি গ্রামে।

সূত্রের খবর, মঙ্গলবার সকালে গুসকরা মানকর রোডের আউশগ্রামের অভিরামপুর পেট্রোল পাম্পের কাছে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। দুর্ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে গুসকরা মানকর রোড। ঘটনাস্থলে আউশগ্রাম থানার পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে , একটি মোটর সাইকেলে চড়ে ওই দু"জন চাষের কাজের জন্য কীটনাশক কিনতে গুসকরা যাচ্ছিলেন। সে সময় অভিরামপুর পাম্প থেকে তেল ভরে বেরোচ্ছিল বাসটি। তখনই বিপরীত দিক থেকে আসা ওই মোটর সাইকেলের সঙ্গে গলসি গলিগ্রাম হয়ে বর্ধমানগামী বাসটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

াঙ্গন

‘পান্তকে পান্তের মতো থাকতে দাও’

নয়াদিল্লি।। স্তুতির জোয়ারে এখন যেমন ভাসছেন রিশাভ পান্ত, তেমনি সমালোচনাও নানা সময়ে কম শুনতে হয়নি তাকে। তার ঘরানার ব্যাটসম্যানের পারফরম্যান্স আতশি কাঁচের নিচে থাকে নিত্য। ম্যাচ জেতানো ইনিংস যেমন তারা খেলতে পারেন, দৃষ্টিকটু আউটও হন অনেক। রোহিত শর্মার তাই অনুরোধ, পান্তকে নিয়ে বেশি কাঁটাছেড়া না করে তাকে স্বাধীনভাবে খেলতে দেওয়া হোক। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সদ্য সমাপ্ত সিরিজে চোখধাঁধানো সব শটের পসরা সাজিয়ে পান্ত খেলেছেন দুর্দান্ত কিছু ইনিংস। দলের বিপর্যয়ে নেমে বারবার তার বিধ্বংসী ইনিংস পাল্টে দিয়েছে ম্যাচের চিত্র। এই সিরিজের আগে অস্ট্রেলিয়া সফরেও তার পারফরম্যান্স ছিল নজরকাড়া। ২৩ বছর বয়সী এই কিপার-ব্যাটসম্যানের ব্যাটিং নিয়ে চলছে বিশ্লেষণ। সঙ্গে চেপে বসছে প্রত্যাশার ভারও। পান্ত এখান থেকে আরও এগিয়ে যাবেন বলেই বিশ্বাস রোহিত শর্মার। তবে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরুর আগে একটি শঙ্কার কথা বললেন ভারতের এই সিনিয়র ক্রিকেটার। “ সে আরও ভালো হয়ে সামনে ছুটবে। পিছু তাকানোর কিছু নেই। অস্ট্রেলিয়া সফর থেকে শুরু করে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ঘরের মাঠের সিরিজে অসাধারণ পারফর্ম করেছে সে। আমি তো দেখছি যে তাকে থামানোর কোনো উপায় নেই, যদি না আপনারা তাকে চাপে ফেলে দেন।” রোহিতের নিজেরও এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচয় আছে। প্রত্যাশার চাপের সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে একসময় হারিয়েই যেতে বসেছিলেন।

তবে মানিয়ে নিয়ে নিজেকে নতুন ভাবে মেলে ধরেন। এখন তার চাওয়া, পান্তকে নিজের মতো খেলতে দেওয়া হোক। “ তাকে নিজের মতো থাকতে দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। খেলাটা সে উপভোগ করে, মাঠে তা নিশ্চয়ই দেখেছেন। টিম ম্যানেজমেন্ট থেকে আমরা এটাই দেখতে চাই, মাঠে নেমে সে উপভোগ করবে খেলা এবং যা মন চায়, করবে। জরুরি হলো, আমরা যেন তাকে তার মতো থাকতে দেই এবং স্বাধীন হয়ে খেলার সুযোগ দেই। এই স্বাধীনতা তার প্রয়োজন।” “ তাকে মুক্ত করে দিতে হবে। আমরা যদি পান্তকে পান্তের মতো থাকতে দেই, তাহলে সে এরকম পারফরম্যান্স আরও উপহার দেবে। আগেও আমি অনেকবার বলেছি, ‘তাকে তার মতো থাকতে দাও’, তাহলেই তার সেরাটা পাওয়া যাবে।” পান্ত মানে শুধু দুঃসাহসী স্ট্রোক খেলাই নয়, রোহিত এখন তাকে পরিণত হতেও দেখছেন। “ তার খেলায় এখন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, ম্যাচের পরিস্থিতি বুঝে উঠতে শুরু করেছে সে। এখানে উন্নতির ছাপ আছে। কিপিংয়ে ও ব্যাটিংয়ের ধরনে খুব ভালো মনে হচ্ছে তাকে। এই সিরিজের পারফরম্যান্সও তার আত্মবিশ্বাস আরও উঁচুতে নিয়ে যাবে।”

৭ ছক্কায় ১৬৫, পৃথ্বীর আরেকটি রেকর্ড

নয়াদিল্লি।। বিজয় হাজারে ট্রফিতে পৃথ্বী শর রেকর্ড ভাঙা-গড়ার খেলা চলছেই। ২১ বছর বয়সী এই ব্যাটসম্যান করেছেন টানা দ্বিতীয় সেঞ্চুরি। গড়েছেন প্রতিযোগিতাটির ইতিহাসে এক মৌসুমে সর্বোচ্চ রানের নতুন রেকর্ড। ভারতের ঘরোয়া পঞ্চাশ ওভারের এই প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে বৃহস্পতিবার মুম্বাইয়ের হয়ে কর্ণাটকের বিপক্ষে ১২২ বলে পৃথ্বী করেন ১৬৫ রান। ১৭ চার ও ৭ ছক্কায় গড়া তার ইনিংস। সাত ইনিংসে ১৮৮.৫০ গড়ে পৃথ্বীর রান এখন আসরের সর্বোচ্চ ৭৫৪। এতদিন এক আসরে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড ছিল মায়াঙ্ক আগারওয়ালের। ২০১৭-১৮ মৌসুমে আট ইনিংসে তিন সেঞ্চুরিতে তিনি করেছিলেন ৭২৩ রান। চলতি আসরে পৃথ্বীর সেঞ্চুরি হলো চারটি। গ্রুপ পর্বে নিজের প্রথম ম্যাচে দিল্লির বিপক্ষে করেছিলেন অপরাজিত ১০৫ রান। মুম্বাইকে প্রথমবার নেতৃত্ব দিতে নেমে পন্ডিচেরির বিপক্ষে খেলেন ১৫২ বলে ২২৭ রানের অপরাজিত ইনিংস। লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে যা ভারতের কোনো ব্যাটসম্যানের তৃতীয় সর্বোচ্চ ইনিংস, যে কোনো দলের অধিনায়ক হিসেবে সর্বোচ্চ। আর কোয়ার্টার-ফাইনালে সৌরাষ্ট্রের বিপক্ষে রান তাড়ায় ১২৩ বলে করেন অপরাজিত ১৮৫ রান। লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে যা রান তাড়ায় ভারতের কোনো ব্যাটসম্যানের সর্বোচ্চ ইনিংস। তিনি পেছনে ফেলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি ও বিরাট কোহলিকে। সেমি-ফাইনালে পৃথ্বীর ঝড়ো ইনিংসে মুম্বাই তোলে ৩২২ রান। ৭২ রানের জয়ে পা রাখে তারা ফাইনালে। এই ম্যাচেই নতুন বিশ্ব রেকর্ডের হাতছানি ছিল কর্ণাটকের দেবদূত পাডিক্কালের সামনে। নিজের আগের চার ইনিংসে তিন অঙ্ক ছুঁয়ে তিনি স্পর্শ করেছিলেন কুমার সাঙ্গাকারা ও আলভিরো পিটারসেনের রেকর্ড। এবার লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে ছিল টানা পাঁচ ইনিংসে সেঞ্চুরির সুযোগ। কিন্তু আউট হয়ে যান ৬৪ বলে ৬৪ রান করে। পাডিক্কাল আসর শেষ করলেন সাত ইনিংসে ১৪৭.৪০ গড়ে ৭৩৭ রান করে, সেঞ্চুরি ৪টি। পৃথ্বীর পর এক আসরে যা এখন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান। তালিকায় মায়াঙ্ক নেমে গেছেন তিন নম্বরে। আগামী রোববার ফাইনালে মুম্বাইয়ের প্রতিপক্ষ উত্তর প্রদেশ। পৃথ্বীর সামনে সুযোগ রেকর্ড সমৃদ্ধ করার।

বার্সাকে বিদায় করে শেষ আটে পিএসজি

মাদ্রিদ।। জাল অক্ষত রেখে করতে হবে চার গোল-ম্যাচপূর্ব প্রায় অসম্ভব সমীকরণটা আরও কঠিন হয়ে পড়ে কিলিয়ান এমবাপের সফল স্পট কিকে। সুযোগ নষ্টের ভিড়ে অসাধারণ এক গোল করেন লিওনেল মেসি; তবে তা শুধু ব্যবধানই কমায়। বার্সেলোনাকে রুখে দিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার-ফাইনালে উঠেছে পিএসজি। প্যারিসে বুধবার রাতে শেষ ষোলোর ফিরতি লেগের ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। প্রথম লেগে ৪-১ গোলে জয়ী পিএসজি দুই লেগ মিলিয়ে ৫-২ ব্যবধানে এগিয়ে পা রাখল পরের ধাপে। মেসিকে ঘিরে আরও একবার অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তনের স্বপ্ন দেখেছিল বার্সেলোনা। ব্যবধান অনেক বড় হলেও যতগুলো সুযোগ তারা পেয়েছিল, তার অর্ধেকও কাজে লাগাতে পারলে লড়াইটা হতো জমজমাট। কিন্তু উসমান দেম্বেলের পাশাপাশি সুযোগ নষ্টের মিছিলে যোগ দেন মেসিও। ১৪ বছরের মধ্যে এই প্রথম চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার-ফাইনালে উঠতে ব্যর্থ হলো বার্সেলোনা।প্রত্যাবর্তনের নতুন মহাকাব্য লিখতে যতটা গোছালো ও আক্রমণাত্মক হওয়ার প্রয়োজন ছিল, শুরু থেকে ততটা পারেনি লা লিগার দলটি। তবে অধিকাংশ সময় বল দখলে নিয়ে চাপ ঠিকই ধরে রাখে তারা।এর ধারাবাহিকতায় অষ্টাদশ মিনিটে প্রথম উল্লেখযোগ সুযোগ পায় দলটি। বাঁ দিক দিয়ে ডি-বক্সে ঢুকে দেম্বেলের নেওয়া কোনাকুনি শট ঝাঁপিয়ে ফেরান কেইলর নাভাস। রিয়াল মাদ্রিদের সাবেক এই গোলরক্ষকের নৈপুণ্যে ২৩তম মিনিটে আবারও বেঁচে যায় পিএসজি; লেইভিন কুরজাওয়াকে ফাঁকি দিয়ে ডান দিক থেকে সের্জিনো দেস্তের নেওয়া শটে বল নাভাসের হাতে লেগে ক্রসবারে বাধা পায়। পরের মিনিটে দেম্বেলের বাড়ানো ক্রসে মেসি পা লাগাতে ব্যর্থ হলে হতাশা বাড়ে বার্সেলোনার। খেলার ধারার বিপরীতে গোল পেয়ে যায় পিএসজি। ২৮তম মিনিটে বাঁ দিক থেকে ক্রস বাড়ান কুরজাওয়া, বল সরাসরি গোলররক্ষক মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেনের হাতে। কিন্তু এর ফাঁকে ডি-বক্সে ক্লেমোঁ লংলের বাধায় পড়ে যান মাউরো ইকার্দি। ভিএআরের সাহায্যে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। স্পট কিকে দলকে এগিয়ে নেন প্রথম লেগে হ্যাটট্রিক করা এমবাপে। দুই লেগ মিলিয়ে স্কোরলাইন ৫-১, সব আশা শেষ বার্সেলোনার? অনেকের মনে যখন এমন প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে, তখনই মেসির দুর্দান্ত গোল। ৩৭তম মিনিটে পেদ্রির ছোট পাসে ফাঁকা জায়গা পেয়ে আচমকা শট নেন বার্সেলোনা অধিনায়ক। বুলেট গতিতে বল খুঁজে নেয় ঠিকানা। বিরতির আগে ব্যবধান আরও কমানোর সুযোগ পান মেসি। কিন্তু তার দুর্বল স্পট কিক রুখে দেন নাভাস। বল তার পায়ে লেগে লাগে ক্রসবারে। ডি-বক্সে অঁতোয়ান গ্রিজমান ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি পেয়েছিল সফরকারীরা। দ্বিতীয়ার্ধে কিছুটা ঢিমেতালে শুরুর মাঝে ৬১তম মিনিটে দারুণ একটি সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেননি মেসি। সতীর্থের পাস ছয় গজ বক্সের মুখে ফাঁকায় পেয়ে শট নিতে একটু দেরি করে ফেলেন তিনি, পরে বিলম্বিত শটটি ছুটে এসে ব্লক করেন মার্কিনিয়োস। আট মিনিট পর সের্হিও বুসকেতসের হেড দারুণ ক্ষিপ্রতায় ঠেকিয়ে দেন নাভাস। শেষ দিকের খেলা আরও ঝিমিয়ে পড়ে। কারো মধ্যেই দেখা যায়নি গোল করার তাড়া। ড্র ম্যাচে জয়ের আনন্দে মাঠ ছাড়ে প্রতিযোগিতার গতবারের রানার্সআপ পিএসজি।

‘দলের ভবিষ্যৎ নিয়ে মেসির সন্দেহ থাকতে পারে না’

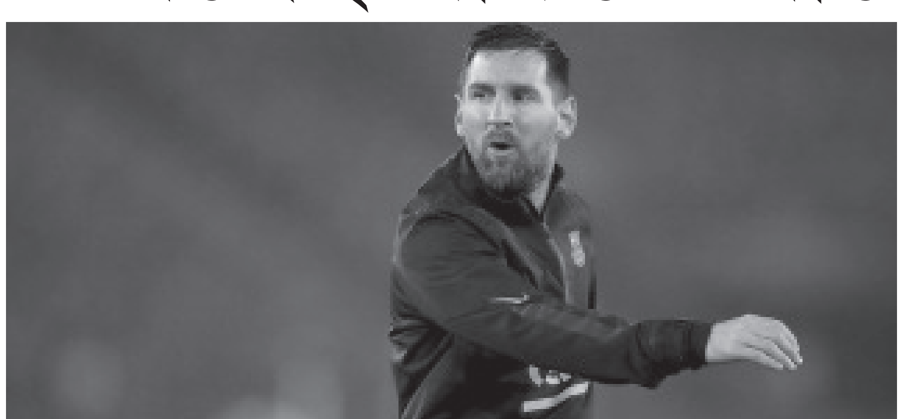

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলো থেকে বিদায় নেয় বার্সেলোনা।১৪ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো আসরের কোয়ার্টার-ফাইনালের আগে দল বিদায় নিলেও ফিরতি পর্বে মেসিদের পারফরম্যান্সে খুশি কুমান। এর কারণ উন্নতির ধারা ধরে রাখা। তরুণ ও প্রতিশ্রুতিশীল দলটি নিয়ে মেসির ভালো কিছু আশা করতে পারে বলে মত এই ডাচ কোচের।“দল যে দিনে দিনে উন্নতি করছে, তা লিও দেখছে। তরুণদের দলে নিয়ে যে পরিবর্তন আমরা এনেছিএই দলের ভবিষ্যৎ নিয়ে মেসির সন্দেহ থাকতে পারে না।”“অনেক দিন ধরে সে দেখছে এই দলে প্রতিশ্রুতিশীল অনেক ফুটবলার আছে। তাই মেসির এখানে না থাকার পেছনে এটি (দলের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা) কোনো কারণ হতে পারে না।”আগামী ৩০ জুন শেষ হবে বার্সেলোনার সঙ্গে মেসির চুক্তির মেয়াদ। ক্লাবের নতুন সভাপতি হুয়ান লাপোর্তা আশাবাদী, রেকর্ড ছয়বারের বর্ষসেরা ফুটবলার কাম্প নউয়েই থাকবেন। দীর্ঘদিন ধরে ‘ভালো কোনো পরিকল্পনা’ না নেওয়ায় দলের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা জেগেছিল লিওনেল মেসির মনে। তাইতো, গত মৌসুম শেষে বার্সেলোনা ছাড়তে চেয়েছিলেন তিনি। সময় বদলেছে। রোনাল্ড কুমানের হাত ধরে শুরু হয়েছে দল পুনর্গঠন। সেই প্রক্রিয়ায় দল অনেকটা এগিয়েও গেছে, পেদ্রি-মিনগেসা-পুস-ফাতিদের ঝলমলে পারফরম্যান্সই এর প্রমাণ বলে মনে করেন নতুন কোচ।বদলে যাওয়া পরিস্থিতিতে আর্জেন্টাইন তারকা তাহলে কি থেকে যাবেন?-এ বিষয়ে সরাসরি কিছু বলেননি কুমান। তবে এই দলের ভবিষ্যৎ নিয়ে মেসির আর কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না বলে মনে করেন তিনি।উদাহরণ হিসেবে পিএসজি ম্যাচকে সামনে আনেন কুমান। প্যারিসে বুধবারের যে ম্যাচে ১-১ ড্র করে দুই লেগ মিলিয়ে ৫-২ ব্যবধানে হেরে

‘জাস্টিস ফর দিয়েগো’ স্লোগানে রাস্তায় আর্জেন্টাইনরা

দিয়েগো মারাদোনার মৃত্যুর সঠিক তদন্ত ও ন্যায়বিচারের দাবিতে বুধবার রাস্তায় নামে আর্জেন্টাইনরা। আর্জেন্টাইন ফুটবল কিংবদন্তি দিয়েগো মারাদোনা কীভাবে মারা গিয়েছিলেন এবং অসুস্থ অবস্থায় তার চিকিৎসায় কোনো গাফিলতি ছিল কিনা, এ নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে আগেই। সঠিক তদন্ত ও ন্যায়বিচারের দাবিতে এবার রাস্তায় নামলেন আর্জেন্টিনার মানুষ। রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বুধবার বুয়েন্স আইরেসের জাতীয় ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ ‘ওবেলিসকো’ থেকে শুরু হয় পদযাত্রা। এসময় বিক্ষোভকারীরা পতাকা উড়িয়ে, গান গেয়ে মারাদোনাকে শ্রদ্ধা জানান। রাজধানী শহরে ব্যস্ত সময়ে প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে ছিল দমবন্ধ অবস্থা। আগেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল স্লোগান। বিক্ষোভকারীদের দাবি, ‘‘তিনি মারা যাননি, তাকে হত্যা করা হয়েছে।’’ ‘‘জাস্টিস ফর দিয়েগো। দোষীদের বিচার ও শাস্তি চাই।’’ সন্ধ্যায় র‍্যালির নেতৃত্ব দেন মারাদোনার সাবেক স্ত্রী ক্লাওদিয়া ভিয়াফানে ও তার দুই মেয়ে, দিলমা ও জিয়ান্নিনা। ন্যায়বিচারের দাবিতে তারা সুর মেলান। কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে গত ২৫ নভেম্বর মারা যান ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় হিসেবে বিবেচিত মারাদোনা। মাদকাসক্তি, অ্যালকোহোলের প্রতি আসক্তি ও স্বাস্থ্যঘটিত নানান জটিলতায় দীর্ঘদিন ভোগা ১৯৮৬ বিশ্বকাপের এই মহানায়ক আর্জেন্টাইনদের কাছে ছিলেন ইশ্বর সমতুল্য। মৃত্যুর আগে বেশ কয়েকদিন তিনি ছিলেন হাসপাতালে, এসময় তার মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার হয়েছিল। বিচার বিভাগের নির্দেশে সোমবার একটি মেডিকেল বোর্ড মারাদোনার মৃত্যুর কারণ বিশ্লেষণ করতে বৈঠক করে।

জামালকে ছাড়ছে কলকাতা মোহামেডান

নেপালের ত্রিদেশীয় ফুটবল টুর্নামেন্টে জামাল ভূইয়াকে পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা কেটে গেছে। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের চিঠির জবাবে কলকাতা মোহামেডান জামালকে ছেড়ে দেওয়ার কথা জানিয়েছে।ভারতের আই লিগের সুপার সিক্সের খেলা চলছে। বাংলাদেশ অধিনায়ক জামাল খেলছেন আই লিগের দল কলকাতা মোহামেডানে। বাংলাদেশের ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্ট খেলতে নেপালে যাওয়ার কথা ১৮ বা ২০ মার্চ।নেপালে প্রতিযোগিতাটি মাঠে গড়াবে আগামী ২৩ মার্চ। পরের ম্যাচগুলো ২৫, ২৭ ও ২৯ তারিখে। আই লিগের খেলা চলায় জামালকে পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা ছিল। তা কেটে যাওয়ার কথা বৃহস্পতিবার জানান বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আবু নাঈম সোহাগ।‘‘ন্যাশনাল টিমস কমিটির গত মিটিংয়ের পর আমরা কলকাতা মোহামেডানকে চিঠি দিয়েছিলাম। সেখানে বলা হয়েছিল মার্চের ফিফা উইন্ডোতে বিশ্বকাপ ও এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচের জন্য জামালকে ছেড়ে দেওয়ার কথা। আফগানিস্তান ম্যাচ নিয়ে যেহেতু অনিশ্চয়তা ছিল, পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছিল নেপালের ত্রিদেশীয় ফুটবল টুর্নামেন্টের কথাও।”‘‘কলকাতা মোহামেডান অফিসিয়ালি নিশ্চিত করেছে তারা জামালকে ছাড়বে। ১৮ মার্চ রিলিজ দেবে তাকে। ওই দিন জামাল বাংলাদেশে ফিরতে পারে, সরাসরি নেপালেও চলে যেতে পারে। আমরা ফ্লাইট অপশনগুলো দেখছি।”

শিব চতুর্দশী উপলক্ষে আগরতলায় শিববাড়িতে ভক্তদের আরাধনা। বৃহস্পতিবার তোলা নিজস্ব ছবি।

মায়ানমারে সেনার গুলিতে নিহত ৭ গণতন্ত্রকামী, আহত ৮

মায়ানমার, ১১ মার্চ (হি. স.) : ফের রক্তাক্ত মায়নমার। বৃহস্পতিবার সেনার গুলিতে প্রাণ হারালেন ৭ জন গণতন্ত্রকামী মানুষ। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, তাঁদের প্রায় সকলেরই মাথা লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছিল।

এদিন কেবল মায়িং শহরেই গুলি করে মারা হয়েছে ৬ জনকে। এছাড়া আহত হয়েছেন ৮ জন। তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, নিহত ৬ জনের মধ্যে ৫ জনেরই মাথায় গুলি চালিয়েছিল সেনা। এদিকে ইয়াঙ্গনের উত্তরে ড্যাগনেও ২৫ বছরের এক প্রতিবাদীকে মাথায় গুলি করে হত্যা করেছে জুন্টা। জানা গিয়েছে, ওই যুবকের স্ত্রী দু'মাসের অন্তঃসত্ত্বা। যুবকটির মা হাহাকারের সুরে জানিয়েছেন, "ওরা আমার ছেলেকে কী ভাবে মেরে ফেলল! কখনও ভাবিনি আমার ছেলেকে এভাবে মাথায় গুলি খেয়ে মরতে হবে। দেশের সব নিরস্ত্র তরুণের জন্যই আমার উদ্বেগ হচ্ছে। ওদের সকলেরই বিপদ হতে পারে। যতদিন না পরিস্থিতি বদলাচ্ছে, ততদিন কেউ শান্তি পাবে না।"

প্রসঙ্গত, ১ ফেব্রুয়ারি আচমকাই দেশের শাসনক্ষমতা নিজেদের হাতে তুলে নেয় মায়ানমার সেনা। পালটা ক্যু বা সেনা অভ্যুত্থানের প্রতিবাদে পথে নামে দেশের আমজনতা। কোথাও তারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছে, তো কোথাও আবার শান্তিপূর্ণ অবস্থান করছে। কিন্তু আন সাং সু কি-পন্থীদের দমনে মরিয়া সে দেশের সেনা। আর সেই কারণেই নির্বিচারে দমন পীড়ন চালাচ্ছে তারা। এপর্যন্ত সেনার গুলিতে ৬০ জনের বেশি প্রতিবাদীর মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি কাঁদানে গ্যাস, জলকামান, রবার বুলেটের আঘাতে অনেকে আহত হয়েছেন।

করোনায় আক্রান্ত সুনীল ছেত্রী

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ (হি. স.) : করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলেন ভারতীয় ফুটবলের আইকন সুনীল ছেত্রী। বৃহস্পতিবার নিজেই টুইট করে সেকথা জানিয়েছেন তিনি। এদিন নিজের টুইটার হ্যান্ডেল থেকে সুনীল লেখেন, "খুব একটা ভাল খবর আপনাদের শোনাতে পারছি না। আমি কোভিডে আক্রান্ত। তবে ভাল খবর এটাই যে, ধীরে ধীরে সুস্থ হচ্ছি। খুব শীঘ্রই ফুটবল মাঠে ফিরব। তবে এই সময় সবাইকে মনে করাতে চাই, করোনা সংক্রমণ রুখতে সবরকম বিধি মেনে চলবেন।" বর্তমানে যদিও সুনীলের সামনে আইএসএলের কোনও ম্যাচ নেই। কারণ তাঁর দল বেঙ্গালুরু এফসি টুর্নামেন্ট থেকে আগেই ছিটকে গিয়েছে। আগামী ২৫ মার্চ এবং ২৯ মার্চ ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের প্রীতি ম্যাচ রয়েছে। সেই ম্যাচের জন্য ১৫ মার্চ থেকে ভারতীয় দলের শিবির বসতে চলেছে গোয়ায়। ৩৫ জনের দলে সুনীলের নাম থাকলেও, বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই শিবিরে তাঁর যোগ দেওয়া নিয়ে দেখা দিয়েছে সংশয়। প্রসঙ্গত, এর আগে বিশ্ব ফুটবলের একাধিক তারকা করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

নির্বাচন চলাকালীনই আসতে চলেছে রাফালে যুদ্ধবিমান

হাসিমারা, ১১ মার্চ (হি. স.) : নির্বাচন চলাকালীনই রাজ্যে আসতে চলেছে রাফালে যুদ্ধবিমান। বিধ্বংসী এই যুদ্ধবিমানের দ্বিতীয় স্কোয়াড্রনটি রাখা হবে আলিপুরদুয়ারের হাসিমারা বায়ুসেনা ঘাঁটিতে। এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে মে মাসে সেগুলি চলেও আসবে। বৃহস্পতিবার বায়ুসেনার আধিকারিকদের সূত্র থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে।

জানা গিয়েছে, এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে মে মাসে হাসিমারায় আসবে রাফালে যুদ্ধবিমানগুলি। আর এই সময়ের মধ্যেই বায়ুসেনার পাইলটদের ফ্রান্সে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। আধিকারিকরা আশাবাদী নয়া রাফালে যুদ্ধবিমান আসার মধ্যেই তাঁদের সেই প্রশিক্ষণ সম্পন্নও হয়ে যাবে। তবে নয়া স্কোয়াড্রনের নাম বা তাতে কতগুলো যুদ্ধবিমান থাকবে, তা অবশ্য জানানো হয়নি। আসলে পূর্ব এবং উত্তর-পূর্বে পড়শি চিনের বাড়বাড়ন্ত রুখতেই হাসিমারায় একটি স্কোয়াড্রন রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, এখনও পর্যন্ত ভারতীয় বায়ুসেনার হাতে ১১টি রাফালে যুদ্ধবিমান এসেছে।

করোনা-টিকা নিলেন প্রধানমন্ত্রীর মা অন্যদের ভ্যাকসিন নেওয়ার আহ্বান

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ (হি.স.): করোনাভাইরাসের টিকা নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মা হীরাবেন মোদী। মায়ের টিকার নেওয়ার খবর সর্বাগ্রে জানিয়েছেন তাঁর ছেলে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী টুইট করে জানিয়েছেন, 'আমার মা কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের প্রথম দফার ডোজ নিয়েছেন, আপনাদের জানাতে পেরে ভীষণ আনন্দিত। প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ করছি, যাঁরা টিকা নেওয়ার যোগ্য তাঁরা আপনাদের আশেপাশে থাকলে সকলকে টিকা নেওয়ার জন্য সাহায্য ও অনুপ্রেরণা দিন।'

৯৫ বছরের বেশি বয়সী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মা হীরাবেন নরেন্দ্র মোদীর ভাই পঙ্কজ মোদীর সঙ্গে থাকেন। গান্ধীনগর শহরের কাছে রায়সান গ্রামে থাকেন প্রধানমন্ত্রীর মা। প্রধানমন্ত্রীর মা কোথায় ভ্যাকসিন নিয়েছেন, জানা যায়নি।

ভ্যাকসিন পাঠানোর জন্য মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়ে কানাডায় টাঙানো হল বিলবোর্ড

কানাডা, ১১ মার্চ (হি. স.) : কানাডাকে ভ্যাকসিন পাঠানোর জন্যই এবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেদেশে টাঙানো হল বড় বিলবোর্ড। কানাডার গ্রেটার টরোন্টো এলাকায় বিশালাকার ওই বিলবোর্ডটি রয়েছে।

ভারতের তরফ থেকে পাঁচ লক্ষ ভ্যাকসিনের ডোজ পাঠানো হয়। এই প্রসঙ্গে ওকভিলের সাংসদ অনিতা আনন্দ ভারতকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেকথা ঘোষণাও করেন। আর এবার মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়ে গ্রেটার টরোন্টোতে টাঙানো হল বিলবোর্ড। তাতে লেখা, "কানাডাকে ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য ভারত এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অসংখ্য ধন্যবাদ। দু-দেশের এই বন্ধুত্বের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হোক।"

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ২,৩৪৯ জনের ব্রাজিলে করোনা কাড়ল ২,৭০,৯১৭ জনের প্রাণ

রিও ডি জেনেইরো, ১১ মার্চ (হি.স.): দৈনিক মৃত্যু ও সংক্রমণের নিরিখে একের পর এক রেকর্ড গড়েই চলেছে ব্রাজিল। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা কেড়ে নিয়েছে ২ হাজার ৩৪৯ জনের প্রাণ, এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৮০,৯৫৫ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ব্রাজিলে ২ লক্ষ ৭০ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার) ব্রাজিলে নতুন করে ২ হাজার ৩৪৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ২ লক্ষ ৭০ হাজার ৯১৭-তে পৌঁছেছে।

সংক্রমণও লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে ব্রাজিলে। ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সারা দিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৮০,৯৫৫ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে এযাবৎ ব্রাজিলে ১১,২০৫,৯৭২ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ৯,৯১৩,৭৩৯ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১,০২১,৩১৬ জন, তাঁদের মধ্যে ৮,৩১৮ জনের শারীরিক অবস্থা সঙ্কটজনক। সামান্য অসুস্থ ১,০১২,৯৯৮ জন।

হাসপাতালে মুখ্যমন্ত্রীকে দেখেত গিয়ে আবেগপ্রবণ মিমি

কলকাতা,১১ মার্চ (হি. স.) : পায়ে আঘাত নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসারত তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসুস্থ হওয়ার খবর পাওয়া মাত্রই তাকে দেখতে হাসপাতালে ভিড় জমিয়েছে বহু মানুষ। বৃহস্পতিবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখতে হাসপাতালে যান মিমি চক্রবর্তী। গতকাল নন্দীগ্রাম থেকে ফেরার পথে পায়ে গুরুতর চোট পান তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পরেই গতরাতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভর্তি করা হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। চোট লাগা মাত্রই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে আসা হয় কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে। এসএসকেএম হাসপাতালে মমতা বন্দোপাধ্যায়কে নিয়ে যাওয়া হয় স্ট্রেচারে চাপিয়ে হাসপাতালের উডবার্ন ওয়ার্ডের ভিভিআইপি কেবিনে। এরপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেডিকাল টিমে রয়েছেন অর্থোপেডিক, কার্ডিওলাজি ও মেডিসিন বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। এদিন মুখ্যমন্ত্রী কে দেখতে হাসপাতালে তৃণমূল সাংসদ মিমি চক্রবর্তী। দেখতে গিয়ে আবেক প্রবণ হয়ে পরে মিমি। মুখ্যমন্ত্রী আরোগ্য কামনায় পুজো দেন সায়ন্তিকা।

৩ বেড়ে দিল্লিতে মোট মৃত্যু ১০,৯৩৪

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে ফের বাড়ল করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। একইসঙ্গে দিল্লিতে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনা-আক্রান্ত ৩ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৪০৯ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। ফলে দিল্লিতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৬ লক্ষ ৪২ হাজার ৪৩৯ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১০ হাজার ৯৩৪ জনের। দিল্লিতে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৬ লক্ষ ২৯ হাজার ৪৮৫ জন, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ২৮৬ জন। বৃহস্পতিবার দিল্লির স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, রাজধানী দিল্লিতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ১ হাজার ৯৩৪ জন।

করোনা-আক্রান্ত আপ বিধায়ক রাঘব চড্ডা, রয়েছেন স্বেচ্ছা নিভৃতবাসে

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ (হি.স.): করোনাভাইরাসের সংক্রমিত হয়েছেন আম আদমি পার্টি (আপ)-র বিধায়ক রাঘব চড্ডা। বৃহস্পতিবার রাঘব নিজেই টুইট করে করোনা-সংক্রমিত হওয়ার খবরটি জানিয়েছেন। রাঘব চড্ডা জানিয়েছেন, করোনা-রিপোর্ট পজিটিভ আসার পর থেকেই নিজেকে সেলফ আইসোলেশনে রেখেছেন তিনি। পাশাপাশি সম্প্রতি তাঁর সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদেরও করোনা-পরীক্ষা করিয়ে নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন রাঘব।

বৃহস্পতিবার সকালে রাঘব চড্ডা নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আমি সকলকে জানাতে চাই আমি করোনা-সংক্রমিত হয়েছি। গুরুতর কোনও লক্ষণ দেখা যায়নি, তা সত্ত্বেও সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা হিসেবে কিছুদিন সেলফ আইসোলেশনে থাকব।' আরও একটি টুইট তিনি লেখেন, 'বিগত কয়েকদিনের মধ্যে যাঁরা সরাসরি আমার সংস্পর্শে এসেছিলেন- আপনারা যদি কোনও লক্ষণ দেখেন, তাহলে নিজেদের করোনা-পরীক্ষা করিয়ে নেবেন। ভাইরাসের বিস্তার রুখে দিয়ে নিজেকে ও অন্যদের নিরাপদ রাখা আমাদের দায়িত্ব।'

বঙ্গে ভোট নিয়ে ব্যস্ততা অধীরের লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা বিট্টু

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি তথা সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। তাই সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভার দলনেতার পদ থেকে অধীরকে সরিয়ে দিল সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি (এআইসিসি)। অধীরের জায়গায় ওই পদ দেওয়া হয়েছে পঞ্জাবের লুধিয়ানার সাংসদ রভনীত সিংহ বিট্টুকে। বৃহস্পতিবার কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে।

আগামী ২৭ মার্চ থেকে পশ্চিমবঙ্গে শুরু হচ্ছে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। বঙ্গে বামেদের সঙ্গে ও আব্বাস সিদ্দিকীর দলের সঙ্গে জোট করে লড়বে কংগ্রেস। ফলে স্বাভাবিকভাবেই অধীরের উপর চাপ বাড়বে। তাই লোকসভার দলনেতার পদ থেকে অধীরকে সরিয়ে দিল সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি (এআইসিসি)। অধীরের জায়গায় ওই পদ দেওয়া হয়েছে পঞ্জাবের লুধিয়ানার সাংসদ রভনীত সিংহ বিট্টুকে।

আগ্রায় ট্রাক-গাড়ির সংঘর্ষে মৃত ৯, প্রাণে বাঁচলেন ৪ জন

আগ্রা, ১১ মার্চ (হি.স.): উত্তর প্রদেশের আগ্রায় ট্রাক ও গাড়ির সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৮ জন। প্রাণে বাঁচলেও, ভয়াবহ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও ৪ জন। বৃহস্পতিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে আগ্রার এতমাউদ্দৌলা (এতমাদপুর) এলাকায়। ট্রাকটি নাগাল্যান্ডের এবং গাড়িটি ঝাড়খণ্ডের। আগ্রা শহরের পুলিশ সুপার বোত্রে রোহন প্রমোদ জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সকালে এতমাউদ্দৌলা (এতমাদপুর) এলাকায় একটি কন্টেনার ট্রাকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে যাত্রীবোঝাই একটি স্করপিও গাড়ি। সংঘর্ষের জারি গাড়িটি ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে যায়।

এসপি জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৮ জনের এবং ৪ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। আহত ৪ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রাকটি নাগাল্যান্ডের এবং স্করপিও গাড়িতে ঝাড়খণ্ডের নম্বর পেল্ট ছিল। দুর্ঘটনায় নিহতদের নাম ও পরিচয় জানা যায়নি। মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রতীক্ষা শেষ, ১৭ মে থেকে খুলছে কেদারনাথ মন্দির

দেহরাদূন, ১১ মার্চ (হি.স.): আগামী ১৮ মে থেকে পুণ্যার্থীদের জন্য খুলে যাচ্ছে চারধামের অন্যতম বদ্রীনাথ মন্দির। তার ঠিক আগের দিন, অর্থাৎ ১৭ মে থেকে কেদারনাথ মন্দির। বৃহস্পতিবার মহাশিবরাত্রির দিন উত্তরাখণ্ড চারধাম দেবস্থানম ম্যানেজমেন্ট বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ১৭ মে থেকে পুণ্যার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হবে কেদারনাথ মন্দিরের কপাট।

ফেব্রুয়ারি মাসেই চারধাম দেবস্থানম বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলায় অবস্থিত বদ্রীনাথ মন্দিরের কপাট আগামী ১৮ মে খুলে দেওয়া হবে। বদ্রীনাথ মন্দিরের প্রধান কপাট উন্মুক্ত হবে ১৮ মে ভোর ৪.১৫ মিনিট নাগাদ। এবার জানানো হল, ১৭ মে খুলছে কেদারনাথ মন্দির। উল্লেখ্য, করোনাভাইরাস মহামারীর জন্য গত বছর কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ মন্দির দেরিতে উন্মুক্ত হয়েছিল।

থানেতে বিস্কুট কারখানায় ভয়াবহ আগুন দমকলের তৎপরতায় নিয়ন্ত্রণে

থানে (মহারাষ্ট্র), ১১ মার্চ (হি.স.): ফের অগ্নিকাণ্ড মহারাষ্ট্রে। এবার ভয়াবহ আগুন লাগল মহারাষ্ট্রের থানে জেলার অম্বরনাথ শহরে, মহারাষ্ট্র ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত একটি বিস্কুট তৈরির কারখানায়। বৃহস্পতিবার সকাল ৫.৪৫ মিনিট নাগাদ অম্বরনাথ শহরের শিল্পাঞ্চল এলাকায় অবস্থিত বিস্কুট কারখানায় আগুন লাগে। কারখানার ভিতরে প্রচুর পরিমানে দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আগুনের লেলিহান শিখা। কারখানা সংলগ্ন এলাকা কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই অম্বরনাথ ও বদলাপুর শহর থেকে আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের মোট আটটি ইঞ্জিন। আগুন এতটাই দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ে যে দমকল কর্মীদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। থানে পৌর নিগমের আঞ্চলিক দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা সেলের প্রধান সন্তোষ কদম জানিয়েছেন, এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। কীভাবে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মমতার অসুস্থতা, পিছিয়ে গেল তৃণমূলের নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ

কলকাতা, ১১ মার্চ (হি.স.): পিছিয়ে গেল তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ। বৃহস্পতিবার তৃণমূলের নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু, বুধবার সন্ধ্যায় নন্দীগ্রামে পায়ে আঘাত পেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর বাঁ পা, মাথা এবং কপালে চোট লেগেছে। মুখ্যমন্ত্রী এখন এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাই পূর্বে ঘোষণা করা হলেও, বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হচ্ছে না তৃণমূলের নির্বাচনী ইস্তাহার।

বুধবারেই নন্দীগ্রাম কেন্দ্রের জন্য মনোনয়ন জমা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফেরার পথে নন্দীগ্রামের রানিচকে একটি মন্দিরে হরিনাম সংকীর্তনে অংশ নেন তিনি। মন্দির থেকে বেরিয়ে রেয়াপাড়ায় নিজের অস্থায়ী আস্তানায় ফেরার পথে বিরুলিয়া বাজারে উৎসুক জনতার সঙ্গে কথা বলার জন্য গাড়ি থেকে নামেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সময়ই চোট পান মুখ্যমন্ত্রী। সড়কপথে গ্রিন করিডোর করে কলকাতায় নিয়ে আসা হয় মুখ্যমন্ত্রীকে। বাঁ পায়ের গোড়ালির হাড়ে গুরুতর আঘাত পেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পায়ের পাতা, ডান হাত, গলা এবং ডান কাঁধেও রয়েছে চোট। কবে তৃণমূলের নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশিত হবে তা এখনও জানা যায়নি।

মুখ্যমন্ত্রী আক্রান্তের প্রতিবাদে বর্ধমান জিটি রোড অবরোধ

বর্ধমান, ১১ মার্চ (হি. স.) : নন্দীগ্রামের বিরুলিয়ায় ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জখম করা হয়েছে। পরিকল্পনামাফিক হামলা চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ রাজ্য তৃণমূল নেতৃত্বের। এমন অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার সকাল ৯'টা থেকে বেলা সাড়ে দশটা পর্যন্ত মেমারি-চুঁচুড়া রোডে জৌগ্রাম আমড়া মোড়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাল তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা।জামালপুর ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সহ-সভাপতি মইনুর রহমান মিদ্যার নেতৃত্বে বহু তৃণমূল যুব কংগ্রেস কর্মী এদিন পথ অবরোধ বিক্ষোভে অংশ নেন। যুব কংগ্রেস কর্মীদের পথ অবরোধ বিক্ষোভের জেরে এই সড়কপথে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে যায়। নিত্যযাত্রী ও সাধারণ মানুষের ভোগান্তির কথা ভেবে পরে অবরোধ তুলে নেয় যুব তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা। তবে অবরোধ তুলতে পুলিশকে আসরে নামতে দেখা যায়নি। যুব কংগ্রেস কর্মীদের পথ অবরোধ বিক্ষোভের জেরে এই সড়কপথে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে যায়
এরই প্রতিবাদে এদিন সকালে বর্ধমান জিটি রোড অবরোধ করলেন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা। এদিন কার্জন গেটের সামনে টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করেন তাঁরা।

jagarantripura
নতুন ভাবনায় পথ চলা শুরু
বাংলার সাথে এখন
হিন্দি
খবর-ও
hindi.jagarantripura.com

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।